জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২০ ● ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ৫ আশ্বিন ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 120 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 22 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

শেষ বিদায়

অসম-সহ দেশের মানুষ শেষ বিদায় জানালেন জুবিন গর্গকে। শনিবার রাত থেকেই গুয়াহাটির প্রতিটি মোড়ে ছিল জুবিনের অগণিত ভক্ত। ছিলেন স্ত্রী গরিমা। এমনকী রাজনৈতিক নেতারাও

উপকূলে ভারী বৃষ্টি

উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ। বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টি। উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টি। আজ পার্বত্য এলাকা, মালদহ ও দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

মুর্শিদাবাদের শ্রমিক হেনস্থা তামিলনাড়ুতে, আত্মঘাতী

ট্রাম্পের ভিসা-নীতি নিয়ে প্রবল চাপে ভারত, সমালোচনা সর্বত্র

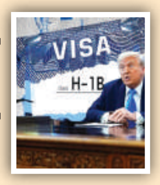

ওদের জিএসটি ছিল জনবিরোধী

আমাদের চাপে পড়েই সংস্কারে বাধ্য হয়েছে বিজেপি

প্রতিবেদন : কেন্দ্র নয়, জিএসটি সংস্কারের সব কৃতিত্ব রাজ্যের! কারণ, বাংলার মানুষের সুবিধার জন্য রাজ্যের রাজস্বে লোকসান ২০ হাজার কোটি টাকা। তাই এটা রাজ্যের জিএসটি, কেন্দ্রের নয়! জিএসটি সংশোধনী নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর লোক-দেখানো ভাষণের পর কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট করে দিলেন, কেন্দ্রের জিএসটি জনবিরোধী। এই জিএসটি'র মাধ্যমে রাজ্য থেকে যে এতদিন ধরে টাকা তারা তুলে নিয়ে গিয়েছে, তার জন্য কোনওরকম ক্ষতিপূরণ না দিয়েই এখন জিএসটি তুলে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, আদতে বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদ ও গণ-আন্দোলনের জেরেই কেন্দ্রের সরকার জিএসটি সংস্কারের ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। তবে রাজ্যের কোষাগারে ক্ষতি হলেও মানুষের সুরাহা হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তৃণমূলনেত্রী।

চেতলায় দেবীর চক্ষুদান করলেন মুখ্যমন্ত্রীর। রবিবার।

নবরাত্রি শুরুর আগে গোবলয়ের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষায় রবিবার পর্দায় মুখ দেখিয়ে জিএসটি সংশোধনের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এই ঘোষণা যে আসলে শুধুই নিজের প্রচার আর ভোটব্যাঙ্ক বাঁচানোর চেষ্টা, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শারদোৎসবে মণ্ডপ উদ্বোধনের মধ্যেও জিএসটি নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তাঁর সাফ কথা, জিএসটি নিয়ে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। কিন্তু এই যে ইনস্যুরেন্সে জিএসটি তুলে নেওয়া, এটার জন্য প্রথম চিঠি আমি লিখি। যাঁরা ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁদের কোনও (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এক-একদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সৃষ্টি

আমার সৃষ্টি খুঁজে পেলাম
চড়াই পাখির অন্দরে,
আমার সৃষ্টি ডাক দিয়ে যায়
নদী-নালার গভীরে।
আমার মনের অজানা বেলায়
সূর্যাস্তের দ্বারে,
আঁধারে আলোর আলোক বর্তিকা
নূতন প্রভাতের ভোরে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়-সুরে 'দুর্গা অঙ্গন' অ্যালবামের গানে মজল নজরুল মঞ্চ

উৎসব সংখ্যার বর্ণময় প্রকাশ

জাগোবাংলা উৎসব সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব। ডানদিকে দুর্গা অঙ্গন অ্যালবামের উদ্বোধন। রবিবার।

প্রতিবেদন : জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যা হাতে নজরুল মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে মন্ত্রী ও জাগোবাংলার সম্পাদক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যরা। রবিবার মহালয়ার দিন দেবীপক্ষের শুরুতে আরও এক ঐতিহাসিক ফ্রেম তৈরি হয়ে গেল। ছিলেন জনপ্রিয় পরিচালক-অভিনেতা শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও। এছাড়াও প্রতিবছরের মতো এবারও লেখক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রয়েছে জাগোবাংলার পুজো সংখ্যায়। বাংলা ভাষা ও বাঙালি অস্মিতা নিয়ে দু'জনেই তাঁদের লেখার মাধ্যমে সরব হয়েছেন। লিখেছেন তাঁর মন্ত্রিসভা ও দলের অনেক সদস্যই। বই হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানালেন টিম জাগোবাংলাকে। পরে নিজের হাতের তৈরি কাপড়ের গোলাপ ফুল তুলে দেন কুণাল ঘোষের হাতে। সঙ্গে বললেন, অনেক পুজো উদ্বোধন রয়েছে। সেখানেই যা বলার বলব। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পীদের শারদ শুভেচ্ছা জানালেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রী ও গায়ক ইন্দ্রনীল সেনের অনুরোধে গাইলেন জাগো দুর্গা...জাগো দশপ্রহরণধারিণী। ভিড়ে ঠাসা গোটা নজরুল মঞ্চ তখন মন্ত্রমুগ্ধ। এরপর মুখ্যমন্ত্রীরই লেখা ও সুর করা ১৬টি গানের অ্যালবাম 'দুর্গা অঙ্গন' প্রকাশিত হল। তত্ত্বাবধানে মন্ত্রী-গায়ক ইন্দ্রনীল সেন। তিনি ছাড়াও গেয়েছেন বাংলার প্রথম সারির শিল্পীরা। মঞ্চ থেকে নেমে প্রায় একঘণ্টা গানের অনুষ্ঠান শুনলেন। সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই লেখা গান গাইলেন নচিকেতা চক্রবর্তী, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুল সুপ্রিয়, রূপঙ্কর বাগচী, মনোময় ভট্টাচার্য, ইমন চক্রবর্তী, তৃষা, ঐতিহ্যরা। তার আগে অভিষেক শুভেচ্ছা জানালেন সকলকে। সেইসঙ্গে ভূয়সী প্রশংসা করলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের তরফে বাংলার পুজো কমিটিগুলোকে দেওয়া অনুদানের। জাগোবাংলা পুজো সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (এরপর ১০ পাতায়)

পুজো সংখ্যা সংগ্রহ করুন

প্রতিবেদন : **জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যা প্রকাশিত। দলের নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়ক-সহ যাঁরা বইটি সংগ্রহ করতে চান, তাঁরা কালীঘাটে দলীয় অফিসে যোগাযোগ করুন।**

২
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

নানারকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

22 September, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১১ মনসুর আলি খান পাতৌদি

(১৯৪১-২০১১) এদিন প্রয়াত হন। টাইগার পাতৌদি নামে জনপ্রিয় ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন। ২১ বছরেই দেশের অধিনায়কত্ব অর্জন করেন। টেস্ট ক্রিকেটে ছ'টি সেঞ্চুরি করেছেন। অর্ধশতরান ১৭টি। সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর ২০৩। দুর্ঘটনায় ডান চোখের দৃষ্টি হারান। তাই নিয়েই ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার গতিতে আসা অ্যান্ডি রবার্টসের বল সামলেছেন। ইডিয়োপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস নামক রোগে তাঁর ফুসফুসের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছিল। শেষে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলেন, স্টেরয়েড তাঁর মাংসপেশির অর্ধেকেরও বেশি খেয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তখনও হৃৎপিণ্ড দুরন্ত সচল। আইসিইউর ডাক্তাররা বলেছিলেন, এমনটা ওঁরা দেখেননি। এদিন এক দুর্লভ আভিজাত্যে মোড়া ইনিংস যখন শেষ করলেন মনসুর আলি খান পাতৌদি, তখনও ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোচনা চলছে, সম্পূর্ণ দৃষ্টিনির্ভর এই খেলায় তিনি একটি চোখ ছাড়াই যে ম্যাজিক দেখিয়ে গেলেন, তা কী করে সম্ভব!

১৭৯১ মাইকেল ফ্যারাডে

(১৭৯১-১৮৬৭) এদিন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জেমস ছিলেন একজন কর্মকার। বাড়ির কাছে একটি প্রাথমিক স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করছেন ফ্যারাডে। তারপর আর্থিক অনটনের কারণে মাঝপথেই স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। তারপর আর কোনওদিন স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। পরবর্তী কালে তিনি রসায়নবিদ ও পদার্থবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তড়িৎচুম্বক তত্ত্ব এবং তড়িৎ রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যে, চুম্বকত্ব তড়িৎকে প্রভাবিত করে এবং এদের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর প্রধান প্রধান আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে তড়িৎ চুম্বক আবেশ, ডায়াম্যাগনেটিজম, তড়িৎ বিশ্লেষণ তত্ত্ব।

১৫৩৯ গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৯) তিরোভাব দিবস। শিখ ধর্মের প্রবক্তা ও প্রথম শিখ গুরু। ৫৫ বছর বয়সে করতারপুরে বসবাস শুরু করেন। আমৃত্যু তিনি সেখানেই ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধে, দেহ দাহ হবে না সমাধিস্থ করা হবে তা নিয়ে। পরে চাদর সরালে দেখা যায় সেখানে এক গোছা ফুল পড়ে আছে।

১৯৭০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৯-১৯৭০) এদিন পরলোক গমন করেন। আইন পাশ করে ওকালতিতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে ওকালতিতে ইতি টেনে সাহিত্য সৃষ্টিতে মন দেন। ১৯৩৮-এ হিমাংশু রায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫২তে আবার সাহিত্যের জগতে ফিরে আসেন। তাঁর ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস ছাড়াও ডিটেকটিভ কাহিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ব্যোমকেশ ও বরদা তাঁর সৃষ্ট দুটি ডিটেকটিভ চরিত্র। ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসের মধ্য 'গৌড়মল্লার' ও 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শেষজীবনের অনেকটা অংশ কাটিয়েছেন মুম্বইয়ে। ফলে পশ্চিমঘাট পর্বত ও তার অধিবাসীরা শরদিন্দুর রচনায় স্থান পেয়েছে।

১৮৮৮ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন এদিন যাত্রা শুরু করে। সারা বিশ্বে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ এই মাসিক পত্রিকার পাঠক। মুদ্রিত সংস্করণের পাশাপাশি এখন অনলাইন সংস্করণ পাওয়া যায়। দুর্দান্ত ফোটোগ্রাফির জন্য এই পত্রিকার খ্যাতি সুবিদিত।

২০১১ বিভু ভট্টাচার্য (১৯৪৪-২০১১) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। টেলিভিশন ও সিনেমার অভিনেতা। সন্দীপ রায় পরিচালিত ফেলুদা কাহিনির সিনেমা ও টেলিসিরিজে জটায়ুর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি সুখ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেন।

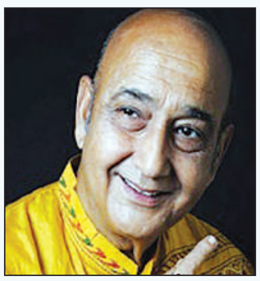

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার

■ কাজল

■ মিমি চক্রবর্তী

কর্মসূচি

■ রায়দিঘি বিধানসভার নালুয়া অঞ্চলের মাধব পুরকাইতের বাড়ি থেকে জলঘাটা পোল পিডব্লুডি রাস্তা পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ও রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০৩

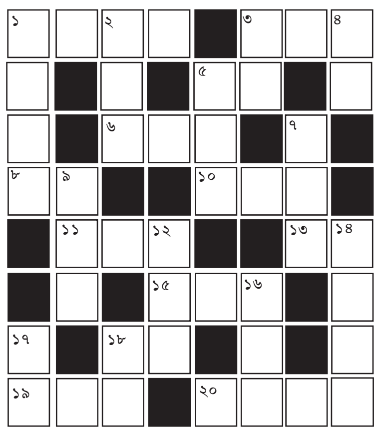

পাশাপাশি : ১. প্রথমের, পূর্বের ৩. পিলসুজ ৫. দুধে পড়ে ৬. বাচনাভঙ্গি ৮. আংটাহীন কড়াইবিশেষ ১০. কেবল, নিতান্ত ১১. গাড়িসম্বন্ধীয় ১৩. সবচেয়ে ভালো ১৫. শরীর ১৮. গৃহ, বাড়ি ১৯. শুকনো এক প্রকার মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য ২০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

উপর-নিচ : ১. পরকাল ২. রোগা, দুর্বল ৩. প্রত্যুষ ৪. বিবরণ বা ইতিহাস ৫. সখী ৭. ব্যক্ত, প্রকাশিত ৯. ইঙ্গিত ১২. একধরনের ফুল ১৪. ঠাট্টা, বিদ্রূপ ১৬. বিষ্ণু ১৭. ক্ষুদ্র বন্য ধানবিশেষ ১৮. মেঘ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০২ : পাশাপাশি : ১. ভেষজশালা ৪. মেয়াদ ৫. অভিজ্ঞান ৬. ফলাফল ৮. কপাল ৯. মহারজত। **উপর-নিচ:** ১. ভেদজ্ঞান ২. জগৎ ৩. লাল সে লাল ৫. অক্ষতশ্রম ৬. ফরাকত ৭. ঠাকুর।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর
22 September, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

মহালয়ার পুণ্যলগ্নে মণ্ডপে মণ্ডপে উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

মহালয়ায় কলকাতার ৭, জেলার ৮০০ পুজোর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : শারদোৎসবের সূচনা আগেই হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। এবার মহালয়ার পুণ্যলগ্নে কলকাতার ৭টি পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে জেলার অন্তত ৮০০ পুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। সেলিমপুর পল্লির দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে একে একে বাবুবাগান, বান্ধব সম্মিলনী, যোধপুর পার্কের ৯৫ পল্লি অ্যাসোসিয়েশন, যোধপুর পার্ক সর্বজনীন এবং চেতলা অগ্রণী ক্লাবের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। তারপর জেলার দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরই মধ্যে রবিবার মহালয়ার দিন যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লি থেকে নাকতলা উদয়ন সংঘের পুজোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সূচনা করেন বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার কুসুম্বা গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকাইপুর মহামায়া ক্লাবের দুর্গোৎসবের। বলেন, শৈশবকাল থেকেই চাকাইপুর গ্রামের সঙ্গে আমার এক অবিচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। আজকের এই উদ্বোধন সেই স্নেহবন্ধনেরই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন। এরপর এক এক করে জেলার ৮০০টি পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার রেকর্ড সংখ্যক তিন হাজার পুজো উদ্বোধন করবেন তিনি। তার প্রথম দফার উদ্বোধন হল এদিন। এছাড়া আরও অনেক পুজো কমিটি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ এসেছিল। কিন্তু সময়াভাবে সেগুলি উদ্বোধন করতে পারছেন না। তবে শিউলি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে। এদিন রাস্তায় যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্বোধনের আবদার করে এক কমিটি। তাঁদেরও নিরাশ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। বান্ধব সম্মিলনীর পুজো উদ্বোধন করেন। সেলিমপুর পল্লির পুজো উদ্বোধনে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের জানান, দুর্গা অঙ্গন মন্দিরের জন্য ট্রাস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, আমি একটা দুর্গা অঙ্গন বানাব, জগন্নাথধামের মতো। জায়গাও ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। ট্রাস্টও তৈরি হয়ে গিয়েছে, তৈরি করতে যেটুকু সময় লাগবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

22 September, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচারের ভাষণ

জিএসটি নিয়ে রবিবার একাধিক কথা বলেছেন, দাবিও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আবার একটা নামও দিয়েছেন, নিউ জেনারেশন জিএসটি। হাস্যাস্পদ। দেশের মানুষের উপর একটা অস্বাভাবিক জিএসটি চাপিয়ে রেখেছিল। প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। চিঠি লিখেছেন। দিল্লি গিয়ে কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিবাদ করেছে বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলিও। পরে কিছু বিজেপি রাজ্যও সমর্থন করেছিল। এই প্রবল চাপের মুখে পড়ে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আর সেই বৈঠকে বাংলার দাবিকেই সিলমোহর দিতে বাধ্য হয়েছিল কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, বাংলার মূল দাবি ছিল, জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা থেকে জিএসটি তুলে নিতে হবে। কেন্দ্র বাধ্য হয়েছে সেই দাবি মানতে। এখন সেই দাবি মানার পর প্রধানমন্ত্রী বলছেন, নিউ জেনারেশন জিএসটি! যারা জিএসটি কমাতে চায়নি, তারা বলছে নিউ জেনারেশন জিএসটি। মিথ্যাচার কতরকমের হতে পারে! কেন্দ্রের নয়া নীতির কারণে রাজ্য বিরাট ক্ষতির মুখে পড়বে। এই ক্ষতিপূরণ তো দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। কেন প্রধানমন্ত্রী চুপ, কিংবা অর্থমন্ত্রী? ক্ষতিপূরণ দাও, বাংলার বকেয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা দাও। মিথ্যাচারের ভাষণ অনেক হয়েছে। দেশের মানুষের কাছে সত্য কথাটা বলুন। মিথ্যাচারের রাজনীতি বন্ধ করুন।

e-mail থেকে চিঠি

জিএসটি নিয়ে বেশি ভাষণ শোনাবেন না

মোদিজি! আপনাকেই বলছি। জিএসটি নিয়ে বেশি ভাষণ দেবেন না। সত্যিটা বরং স্বীকার করুন। বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। বলি, এই যে ইন্সিওরেন্সের থেকে টাকা বা জিএসটি কমানো বা না থাকা। ফার্স্ট চিঠি আমি লিখি এবং বিভিন্ন সাধারণ ডাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসের উপরে। জিরেতে ট্যাক্স আর হিরেতে মুক্ত। হিরেতে ট্যাক্স নেই, জিরেতে ট্যাক্স আছে। মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছিল। এর জন্য ক্রেডিট কার জানেন? যাঁরা ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁদের নয়, ক্রেডিট হচ্ছে রাজ্যের। এর জন্য আমাদের রাজ্যের কত লোকসান হয়েছে জানেন? আমাদের রেভিনিউ আর্নিং যা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কখনও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেয়, কখনও বিনা পয়সায় রেশন দেয়, কখনও কৃষকবন্ধু দেয়, কখনও সাইকেল দেয়, কখনও ট্যাব দেয়। তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কোনও ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম যেন বাড়ানো না হয়। এটার জন্য আমাদের রাজ্যে রেভিনিউ লোকসান হচ্ছে ৯০০ কোটি টাকা। বাদবাকি নিয়ে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং, ত্যাগটা কার? মোদিজি বড় বড় বুলি ঝাড়ছেন কেন? সে অধিকার কি ওঁর আছে? কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কনট্রিবিউশন নেই, ভাষণ দেওয়া ছাড়া। টাকাটা কেটেছে রাজ্যের জিএসটি থেকে। তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও দুঃখ নেই। সাধারণ মানুষের কাজটা তো হচ্ছে। এতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার খুশি। এর জন্য স্টেটকে কোনও কমপেনসেশন দেওয়া হয়নি। বিজেপির রাজ্যগুলিতে ওরা ঘুরিয়ে টাকা দেবে। আর আমাদের এখানে উল্টে তো ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। বাংলার বাড়ির কাজ বন্ধ। রাস্তার কাজ বন্ধ। জলের টাকা বন্ধ। সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকা বন্ধ। ১৫৬টি কমিটি এসেছে। এখানে টিকটিকি দৌড়ালেও, কেন্দ্রের কমিটি চলে আসে। আর উত্তরপ্রদেশে কিছু হলে দেখতে পায় না। বিহারে কী হচ্ছে, চোখে দেখতে পায় না। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, দেশকে আত্মনির্ভর করার দিকে সোমবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হবে। সোমবার থেকে দেশবাসীর সাশ্রয় শুরু হবে। এর ফলে দেশবাসীর সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক পণ্য সস্তা হয়ে যাবে। এর ফলে দেশবাসী নিজেদের পছন্দমতো জিনিস সহজেই কিনতে পারবেন। জিএসটির এই 'সাশ্রয় উৎসব' দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সুবিধা দেবে। ভাল কথা। কিন্তু এরা তো চোখে দেখতে পায় না। জিএসটির ক্রেডিট রাজ্যের, আমাদের রাজ্যের মানুষ যে বেনিফিট পাবে, তার জন্য আমাদের সরকারকে ২০ হাজার কোটি টাকার রেভিনিউ লস করতে হচ্ছে। এটা স্টেটের জিএসটি, সেন্ট্রালের নয়। রাজ্যবাসীকে তাই অনুরোধ, কাজেই পুজোর দিনে এগুলোর সুবিধা নিন।

— অভিজিৎ ভৌমিক, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও আতঙ্কিত

বাঙালি ও তার দুর্গাপূজা

আক্রান্ত আমাদের ভাষা। আক্রান্ত আমাদের জাতি সত্তা। আক্রান্ত আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবও। সৌজন্যে রাম রেড বাহিনী। ২০২৬-এ ওদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, কত ধানে কত চাল। লিখছেন **রাহুল চক্রবর্তী**

স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে আজ পিতৃপক্ষ এবং দেবীপক্ষের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাংলা ও বাঙালি সত্যি কিছুটা হলেও আতঙ্কিত। ২০২৫ সালে এসে আজ আমাদের ভাবতে হচ্ছে নিজের মাতৃভাষা বাংলায় মা বলতে পারব তো? মহালয়ার ভোরবেলায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় চণ্ডীপাঠ বা সঙ্গীতশিল্পী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' শুনতে পাব তো? হঠাৎ করে বেতার তরঙ্গে ভেসে আসবে না তো যে এবার থেকে মহালয়ার গানগুলো আর বাংলায় সম্প্রচার করা হবে না। সত্যি আজ অবাক হয়ে যাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সিংহভাগ বিপ্লবী যে বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, ভারতবর্ষের সংবিধান স্বীকৃত ২২টি ভাষার মধ্যে অন্যতম যে ভাষা বাংলা, বিশ্বকবির রচিত ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত যে ভাষায় গাওয়া হয়, সেই ভাষা-সহ সেই ভাষায় কথা বলা মানুষগুলো আজ বিপন্ন, আতঙ্কিত, নিগৃহীত। ছিঃ! ভাবতে লজ্জা লাগে, এ আমরা কোন দেশে বাস করছি!

দেশে বিরোধীদের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি জনাদেশ নিয়ে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সেই সরকার-সহ সেই সরকারি রাজনৈতিক দলের চিন্তাভাবনা এবং কার্যকলাপ সবটাই স্বৈরতান্ত্রিক।

আচ্ছা বলুন তো উত্তরবঙ্গের রাজগঞ্জ বিধানসভার বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮ বছরের দীপু দাসকে কেন পুণেতে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হল। কী দোষ করেছিল নদিয়ার তেহট্টের ৩৭ বছরের রাজু তালুকদার, যে তাকে অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হল, গত অগাস্ট মাসে, মুম্বইয়ে 'বাঙালি' সন্দেহে হাবড়ার গোলাম মণ্ডলকে জেলে অত্যাচার করা হল এবং পরবর্তীতে বাড়িতে ফেরার পর অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়, যা কিনা 'বাঙালি হেনস্তা'র নির্মম ও নৃশংস পরিণতি বলে উল্লেখ করতে কোনও দ্বিমত নেই।

দেশের সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার, সেই সেনা পর্যন্তও দাড়িভাই এবং মোটা ভাইয়ের এই অসভ্য, বর্বর দলের হাত থেকে রক্ষা পায় না। ভাবলে গা শিউরে ওঠে ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে লড়াই করা বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সেনার চাঞ্চল্যকর অভিযোগে মুখ দেখানোর অবকাশটুকু রইল না ভারত সরকারের। প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত সেনা হাকিমুদ্দিন শেখের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ-সহ আনুমানিক ৩০ জনেরও বেশি একটি দল বাড়িতে এসে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য করে। ছিঃ...

বাংলাকে বড় ভয়। বাংলা বলে

আমার দুর্গা দশটি হাতে, সামলায় দশদিক।
আমার দুর্গা বয়সের সাথে, তেজ বাড়ে ততোধিক॥
আকাশ মেতেছে তব ফুৎকারে, মঙ্গল শঙ্খের।
আমার দুর্গা আবার জিতবে, অসুর হারবে ফের॥
আমার দুর্গা জ্যান্ত আগুন, আমার দুর্গা নারী।
সেই দুর্গার বাহন আমরা, কামড় দিতেও পারি॥
আমার দুর্গা বারণ করেছে, বদলা চাইনা তাই।
জয়ধ্বনিতে আকাশে বাতাসে, তারই জয়গান গাই॥

নাকি কোনও ভাষাই নেই, আরে দেশের প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে যখন জাতীয় সঙ্গীত গান, তখন সেটি বাংলাতেই গান। অপদার্থ মূর্খের দল।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। ২০১১ সালের পর সেই শারদোৎসব মাননীয়া জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে বিশ্বদরবারে স্থান করে নিয়েছে। আর আজ সেই দুর্গাপূজা নিয়েও কটাক্ষ, বিদ্রুপ করতে আপনারা ছেড়ে কথা বলেননি। কিন্তু মমতাদি তার লক্ষ্যে অবিচল থেকে আজ দুর্গাপূজাকে এই উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। ভাবুনতো আজ থেকে একটা বছর আগে আরজি করের একটি অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এই দুর্গাপূজা বন্ধ করার লক্ষ্যে কি নোংরা খেলাটাই না খেলেছেন। পরবর্তীতে লক্ষ্য করে দেখা গেল সেই মানুষগুলোই রাজ্য সরকারের পুজো কমিটিগুলিকে দেওয়া চেক নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কমরেডগণ শত দীপ জ্বালিয়ে টিভি পর্দা ছেড়ে পুজোর বাজার করতে শপিং মলে ঢুকে পড়েছেন।

আর এই কমরেড থুড়ি রামরেডদের কথা বলতে গেলে লজ্জা লাগে। ছিঃ। যারা কিনা মার্কসবাদ, লেনিনবাদের বুলি আওড়ায়, তাদের মহিলাদের শ্লীলতাহানি কাণ্ডে নাম জড়াচ্ছে। যাদের পূর্বপুরুষরা কবিগুরুকে বুর্জোয়া কবি, আর নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলেছিল, সেই পূর্বপুরুষদের উত্তরসূরিরা তো বলবেই যে নেতাজি ভয়ে পালিয়ে গেছিলেন। যে বামপন্থী ডাক্তার আমাদের জননেত্রীকে বিদেশের মাটিতে অসম্মান করেছিল, সেই অপদার্থ ডাক্তার আজ নার্সের শ্লীলতাহানি করলেন। এরা আবার বাংলায় নারী সুরক্ষা নেই বলে টিভি পর্দায় গলাবাজি করে। লজ্জা লাগে না এদের, দু'কান কাটা নির্লজ্জ বেহায়ার দল। বিরিয়ানির দোকানের লাল কাপড় ছাড়া আর কোথাও এদের খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই রাম-বাম মিলে যতই ষড়যন্ত্র করো, চক্রান্ত করো—বাংলা আমার বাংলা রবে,২০২৬ শে খেলা হবে। মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন বাংলা থেকে একজন মানুষের নামও যদি বাদ যায়, তাহলে মা-মাটি-মানুষ কড়ায় গণ্ডায় তার হিসেব বুঝে নেবে।

পরিশেষে একথা বলাই বাহুল্য যতই নাড়ো কলকাঠি, ২০২৬-এ নবান্নে আবার হাওয়াই চটি।

আর রাম-বাম বিরোধীদের উদ্দেশ্যে পিতৃপক্ষের অবসানে এবং দেবীপক্ষের আগমনে এক মহালগ্নে দাঁড়িয়ে ২০২৬-এর মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রণহুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দিতে চাই—

আমার দুর্গা দশটি হাতে, সামলায় দশদিক।
আমার দুর্গা বয়সের সাথে, তেজ বাড়ে ততোধিক॥
আকাশ মেতেছে তব ফুৎকারে, মঙ্গল শঙ্খের।
আমার দুর্গা আবার জিতবে, অসুর হারবে ফের॥
আমার দুর্গা জ্যান্ত আগুন, আমার দুর্গা নারী।
সেই দুর্গার বাহন আমরা, কামড় দিতেও পারি॥
আমার দুর্গা বারণ করেছে, বদলা চাইনা তাই।
জয়ধ্বনিতে আকাশে বাতাসে, তারই জয়গান গাই॥

জয় বাংলা

জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যার প্রকাশ, লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

দুর্গাপুজোর ইউনেস্কো স্বীকৃতি বাঙালির কাছে বাড়তি পাওনা

জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যা উদ্বোধনে বাংলা-বিদ্বেষীদের বার্তা অভিষেকের

প্রতিবেদন: প্রতিবারের মতো এবার মহালয়ার পুণ্য তিথিতে সাড়ম্বরে প্রকাশিত হল জাগোবাংলা-র উৎসব সংখ্যা। দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রকাশিত হল জাগোবাংলা। গোটা অনুষ্ঠানে আগাগোড়া ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কিছুক্ষণ আগেই চলে আসেন তিনি। তাঁর উপস্থিতি ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থেকে জাগোবাংলা প্রকাশ, ছোট্ট ভাষণ, তারপর দীর্ঘ সময় দর্শকাসনে বসে শিল্পীদের গান শোনা। সবমিলিয়ে তাঁর উপস্থিতি ছিল আগাগোড়া নজরকাড়া। নিজের ছোট্ট ভাষণে অভিষেক বলেন, জাগোবাংলার পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে পরিণত হয়েছিল দলের মুখপত্র জাগোবাংলা। আমাদের সীমিত সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধ এক্তিয়ারের মধ্যে চেষ্টা করেছি প্রতিটি কর্মীর হাতে সকালে জাগোবাংলার দৈনিক সংস্করণ পৌঁছে দিতে। এর জন্য আমি জাগোবাংলার পুরো টিমকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাইকে পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, আগে পুজো ছিল চারদিন। কিন্তু বাংলায় ২০১১ সালে মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখন এই সরকারের প্রচেষ্টায়, উদ্যোগে ও তৎপরতায় যেভাবে আমাদের জীবনে দুর্গোৎসবের প্রসার এই সরকার ঘটিয়েছে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ, এখন মহালয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে, প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে যায় ঠাকুর দেখতে। পুজো উপভোগ করে। সেই সঙ্গে বাংলার প্রায় প্রতিটি পুজো কমিটিকে এত আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করেছেন, বাঙালির সর্ববৃহৎ উৎসবের প্রসার ঘটিয়েছেন, এর জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মহালয়া মানে শুভ শক্তির আবির্ভাব। মায়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি সবাইকে ভাল রাখুন। পুজো মানেই উৎসবের সূচনা। সবার আগামী দিনগুলো ভাল কাটুক। চারিদিকে কল্লোলিত হোক সত্যের জয়ধ্বনি। জয় হোক বাঙালির, জয় হোক বাংলার। যাঁরা বাংলাকে ও বাঙালিকে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ করতে, বাংলার মাটিকে কলুষিত করতে গত চার-পাঁচ বছর আগে বলে গিয়েছিল বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে আমাদের রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ইউনেস্কো তাদের ইনট্যানজিবেল কালচারাল হেরিটেজ-এর তকমা দিয়েছিল। এটা যেন আমরা না ভুলি। এটা আমাদের কাছে, প্রত্যেক বাঙালির কাছে বাড়তি পাওনা।

রাজ্য

22 September, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যার প্রকাশ, লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যার প্রকাশ, লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

গানে গানে জাগোবাংলা উৎসব সংখ্যার প্রকাশ

সুরের মূর্ছনায় ‘দুর্গা অঙ্গন’-এর প্রকাশ, মন্ত্রমুগ্ধ নজরুল মঞ্চ

প্রতিবেদন : সুরের মূর্ছনা তৈরি করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। সেই আবহেই ‘দুর্গা অঙ্গন’-এর গানে বিভোর হয়ে থাকল গোটা নজরুল মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের লেখা ও সুরে ১৬টি গানসমৃদ্ধ অ্যালবাম প্রকাশিত হল। বাংলার প্রথিতযশা শিল্পীদের কণ্ঠে এক-এক করে সব গান দর্শকাসনে বসে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। গোটা হল মন্ত্রমুগ্ধ। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র ‘জাগোবাংলা’ পত্রিকার উৎসব সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়ে উঠল গানে গানে মুখরিত।

রবিবার মহালয়ার পুণ্যলগ্নে জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যা উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে পুজোর গানের নতুন অ্যালবাম, ‘দুর্গা অঙ্গন’। নজরুল মঞ্চে এই অনুষ্ঠানে বাড়তি পাওনা মুখ্যমন্ত্রীর গাওয়া গান। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে তিনি গাইলেন আগমনি গান— ‘জাগো দুর্গা’। মন্ত্রী-গায়ক ইন্দ্রনীল সেন অনুরোধ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমি শিল্পী নই। তাছাড়া আমার গলা বসে গিয়েছে। তুমি গাও। পালটা ইন্দ্রনীল সটান জানিয়ে দেন, আমি শিল্পী হয়ে বলছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি না করলেও শিল্পী হিসেবে— সে ছবি আঁকা হোক বা লেখা কিংবা গান গাওয়া, সবদিক থেকেই তিনি অনেক দূর যেতেন। তখনও হত এগিয়ে বাংলা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ইন্দ্রনীলকে বলেন, নাও ধরো। তারপর ‘জাগো দুর্গা’ গানে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে গলা মেলান মুখ্যমন্ত্রীও। সেই যে সুরের আবহ তৈরি হয়, গোটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল সেই সুরের ঝরনাধারার মতো প্রাণোচ্ছল। মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়ে দেন, শিল্পীরা অপেক্ষা করছেন। আজ বক্তৃতা নয়। ‘জাগোবাংলা’র উৎসব সংখ্যা প্রকাশে যে শিল্পীরা, যন্ত্রশিল্পীরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁরা বাংলার গর্ব। যাঁরা অ্যালবামে গান গেয়েছেন, এখানে সশরীরে তাঁরা সেই গান শোনাবেন। উপভোগ করুন। কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। তারপরই সটান দর্শকাসনে গিয়ে বসে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। এক ঘণ্টারও বেশি সময় সেখানে বসে উপভোগ করেন দুর্গা অঙ্গনের গান।

এদিনই ‘দুর্গা অঙ্গন’ অ্যালবামটির ইউটিউব লিঙ্ক শেয়ার করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ‘জাগোবাংলা’র উৎসব সংখ্যা প্রকাশের মঞ্চ থেকে আমার পুজোর গানের নতুন অ্যালবাম, ‘দুর্গা অঙ্গন’ প্রকাশিত হল। এ-প্রসঙ্গে বলি, দিঘায় জগন্নাথধাম-এর পর আমরা নিউটাউনে করছি একটি দুর্গা মন্দির। আমি তার নামও ‘দুর্গা অঙ্গন’-ই রেখেছি। বাংলা তো মা দুর্গার আঙিনাই বটে! গানের অ্যালবামটিতে আমার কথা ও সুরে শ্রীরাধা, নচিকেতা, রূপঙ্কর, রাঘব, মনোময়, ইমন, ঐতিহ্য, তৃষা, বাবুল সুপ্রিয়, জিৎ এবং ইন্দ্রনীল মিলে মোট ১৬টি গান গেয়েছে। ‘দুর্গা অঙ্গন’ অ্যালবামটির ইউটিউব লিঙ্ক আপনাদের জন্য আমি এখান থেকে শেয়ার করছি, যাতে আপনারা গানগুলি শুনতে পারেন। আশা করি, আমাদের প্রয়াস আপনাদের ভাল লাগবে। প্রার্থনা করি, এবারের দুর্গাপুজোয় বাংলার প্রতিটি মানুষের জীবন হয়ে উঠুক আলোকোজ্জ্বল। সবাইকে জানাই শিউলি শুভেচ্ছা।

ছবিগুলি তুলেছেন সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চৌধুরী

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক প্রযোজককে। ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার অন্তর্গত এক অভিজাত আবাসন থেকে গ্রেফতার করা তাকে

রাজ্য

জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যার প্রকাশ, লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

বিজেপির শিক্ষানীতি মানে শিক্ষার অধিকার হরণ করা

প্রতিবেদন : বিজেপি জমানায় একের পর এক বঞ্চনা আর অধিকার হরণ। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলাকে শুধু প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে না, দেশের তফসিলি, সংখ্যালঘু ও গরিব শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিজেপির আমলে একের পর এক অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা। তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপির এই শিক্ষানীতির কড়া সমালোচনা করল তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রতিটি খাতের বঞ্চনা তুলে ধরে কেন্দ্রের মোদি সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরে। বিজেপি স্কলারশিপে বড়সড় কাটছাঁট করেছে বহুক্ষেত্রে। দেশে যেখানে আরও ক্লাসরুম দরকার, বিজেপি সেখানে বন্ধ করছে শিক্ষাক্ষেত্রের একের পর এক অনুদান। ধিক্কার বিজেপি।

বিজেপির বাজেটে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দিয়েছে। তফসিলি শিক্ষার্থীদের ন্যাশনাল ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ ৯৯.৯৯ শতাংশ কমানো হয়েছে (২৪০-০.০২ কোটি টাকা), বিদেশে পড়াশোনার জন্য ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ ৯৯.৮ শতাংশ কমানো হয়েছে (৬-০.০১ কোটি টাকা), সংখ্যালঘু স্কলারশিপ প্রি-ম্যাট্রিকে কমানো হয়েছে ৭২.৪ শতাংশ (৩২৬-৯০ কোটি টাকা), পোস্ট-ম্যাট্রিকে কমানো হয়েছে ৬৯.৯ শতাংশ (১.১৪৫-৩৪৪ কোটি টাকা) এবং মেরিট-কাম-মিন্সে বরাদ্দ কমেছে ৪২.৬ শতাংশ (৩৩.৮-১৯.৪ কোটি টাকা)। বিজেপি যাকে বলছে যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী হারাচ্ছে সহায়তা। প্রতিশ্রুতি ম্লান হতে হতে প্রকল্পই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ফেলোশিপ, ন্যাশনাল স্কিম অফ ইনসেনটিভ টু গার্লস ফর সেকেন্ডারি এডুকেশন, কিশোর বৈজ্ঞানিক প্রোৎসাহন যোজনা। স্থগিত করা হয়েছে ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা। এগুলোর বিকল্প হিসেবে নতুন কোনও প্রকল্প চালু হয়নি। শিক্ষার্থীদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অবস্থায় স্পষ্ট, স্কলারশিপগুলো দেরি হচ্ছে, বাতিল অথবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সংখ্যালঘু, উপজাতি ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কমিটির সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করে তহবিলের স্বল্প ব্যবহার শিক্ষার অধিকার হরণ করে নিচ্ছে।

উত্তর কলকাতার কাশীবোস লেনে দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের সঙ্গে মায়ের চক্ষুদান করলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। রবিবার।

জিমে শুটআউট

প্রতিবেদন : মহালয়ার সকালে শহরে শুটআউট! রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ চারু মার্কেটের একটি জিমে মালিককে লক্ষ্য করে গুলি করেই পলাতক দুই দুষ্কৃতী। দেশপ্রাণ শাসমল রোডের পাশেই অবস্থিত জিমে রেইনকোট ও হেলমেট পরে ঢুকে পড়ে তারা। মালিকের খোঁজ করে। ভিতর থেকে মালিক বেরোতেই দুই রাউন্ড গুলি চালায়। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় কোনও হতাহত হয়নি। খবর পেয়েই পৌঁছয় চারু মার্কেট থানার পুলিশ। মিলেছে গুলির খোল, শুরু হয়েছে তদন্ত।

রক্তবীজ ২-এর মিউজিক লঞ্চ। রয়েছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, মিমি চক্রবর্তী, ইমন চক্রবর্তী, জিনিয়া সেন, কাঞ্চন মল্লিক। রবিবার মধ্য কলকাতার এক হোটেলে।

বিপ্লবীদের বীরগাঁথা নিয়েই তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ

সুমন তালুকদার • বারাসত

দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন যাঁরা, জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছেন যাঁরা, এবার তাঁদের সম্মান দেওয়ার পালা। তাঁদের সম্মান দিতে ৪ এর পল্লি সর্বজনীন পুজো কমিটির থিম এবার 'বীর গাঁথা'। বারাসতের এই পুজো কমিটি বিগত ৪৩ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করে এসেছে। মহাভারতের চক্রব্যূহে অভিমন্যুর যুদ্ধ থেকে জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা সব ঘটনাকে নিয়েই সেজে উঠছে মণ্ডপ। থাকছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস। বাঁশ, কাঠের গুঁড়ি, প্লাই, তারজালি, ফোম দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পী বিশ্বরঞ্জন রাজের শৈল্পিক ছোঁয়ায় সেজে উঠছে মণ্ডপ। ১২০ ফুট উচ্চতা ও ৭০ ফুট চওড়া মণ্ডপ জুড়ে থাকছে মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোকসজ্জা। পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পী সনাতন রুদ্র পালের হাতেই এবার প্রতিমা মৃন্ময়ী রূপ পাচ্ছে। এই পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা জেলের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, বিগত বছরের ধারা মেনে এবারও পঞ্চমীর দিন হতদরিদ্র মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন শাড়ি। রবিবার মহালয়ার দিন ভার্চুয়ালি এই পুজোর দ্বারোদঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একবালপুরে প্রতিবাদী যুবককে খুনের ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার এক। ইতিমধ্যে ঘটনায় পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে

পথশ্রী প্রকল্প : চতুর্থ দফা শুরু করতে তৎপর রাজ্য প্রশাসন

প্রতিবেদন : রাজ্যে ফের নতুন রাস্তা তৈরি ও পুরনো রাস্তার সংস্কারের কাজে নামছে সরকার। পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ দফা শুরুর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বর্ষা বিদায় ও উৎসবের মরশুম শেষ হলেই ফের প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

এর আগে তিন দফায় এই প্রকল্পে ২২ জেলায় প্রায় ৩৭ হাজার কিমি রাস্তা তৈরি ও মেরামত করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে প্রকল্পকে আরও গতিশীল করতে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যদিও এবারের বর্ষায় অতিবৃষ্টির কারণে কাজের গতি কমে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আবার দ্রুত গতিতে এগোতে চাইছে প্রশাসন।

শুধু পথশ্রী নয়, বাংলার বাড়ি প্রকল্প নিয়েও কড়া নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে যথাযথ যাচাইকরণের বার্তা দেওয়া হয়েছে জেলাগুলিকে। একই সঙ্গে শ্রমশ্রী প্রকল্পে নাম লেখানো পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কর্মশ্রী প্রকল্পের আওতায় কাজের ব্যবস্থা করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে তৎপর হতে বলা হয়েছে।

এছাড়া দুর্গাপুজোর উদ্বোধন এবং পুজো-পরবর্তী কার্নিভাল যথাযথভাবে আয়োজন করার দিকেও জেলাশাসকদের কড়া বার্তা দিয়েছে নবান্ন।

■ রবিবার মহালয়ার পুণ্য লগ্নে সুরুচি সংঘের ৭২তম বর্ষের থিম, থিম সং ও থিম ভিডিও-র উদ্বোধন হল। থিম সং-এর গীতিকার ও সুরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটি গেয়েছেন শিল্পী তথা সুরকার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সুরুচি সংঘের প্রাণপুরুষ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, থিমশিল্পী অনির্বাণ দাস, আলোকশিল্পী দীনেশ পোদ্দার, সুরুচি সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস।

■ বারাসত ৪-এর পল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির বীরগাঁথা থিমের পুজোমণ্ডপ রবিবার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মণ্ডপে ছিলেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া, ক্লাব সভাপতি আশিস ভরদ্বাজ, পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ

প্রতিবেদন : উত্তর আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এদিকে ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতায় দিনের বেলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের পাঁচ জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০-৪০ কিমি বেগে হাওয়া বইবে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে, তবে শুক্রবারে দার্জিলিংয়ে ফের ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

■ বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং বরানগর ক্লাব সমন্বয়ের পরিচালনায় পুজো অনুদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বরানগরের ১৮১টি ক্লাবকে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পদ্মপুকুর ইয়ুথ ক্লাবের ১০৬তম বর্ষের ভাবনা 'পরম্পরা'। রবিবার ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মণ্ডপে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

■ হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্রের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ। ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত-সহ অন্যরা। প্রায় ৪৫০ জনকে নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়।

■ রবিবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষের উদ্যোগে শতাধিক চালক ও শ্রমিককে পুজো বোনাস দেওয়া হল। ছিলেন সুকদেব সাধু, শীতল দেবনাথ-সহ ইউনিয়নের সদস্যরা।

বিপন্ন পৃথিবীকে প্রেমময় করে তুলছে রানি পার্ক সর্বজনীনের দুর্গাপুজো

প্রতিবেদন : প্রকৃতির সঙ্গে যা ব্যবহার করা হয় তা প্রকৃতি ফিরিয়ে দেয় বহু গুণে। তা ভাল হলে ভাল, অথবা খারাপ হলে খারাপ। আধুনিকতার মোড়কে মোড়ার জন্য আমরা যেভাবে প্রকৃতির উপর ধ্বংসলীলা চালাচ্ছি তাতে প্রকৃতি তার যন্ত্রণা সহ্য করে এবার মেতেছে ধ্বংসলীলায়। তাণ্ডবে মত্ত হয়ে সে ফিরে পেতে চাইছে তার স্বাভাবিকতা। আর এই বিষয়টিকেই এবার নিজেদের মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে রানি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এবারে ৭৭তম বছরে বেলঘরিয়া রানি পার্ক কালচারাল সেন্টারের সহযোগিতায় রানি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির থিম 'বিপন্ন প্রকৃতি তবুও প্রেমময় পৃথিবী'।

এবারে তাদের মণ্ডপ ভাবনা এবং সৃজনে রয়েছেন উৎপল। সহ রূপায়ণ করছেন মহাদেব ও তুষার। মণ্ডপ ভাবনা ও বৈচিত্র্যে এখানে সাবেকিয়ানার রূপ দেওয়া হচ্ছে। এই মণ্ডপের উদ্বোধন হবে তৃতীয়াতে। তারপর থেকেই জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে প্রতিমার মুখ। বিপন্ন পৃথিবীকে সচেতন করে রানি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি গড়ে তুলতে চায় প্রেমময় পৃথিবী।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শুভশঙ্কর (পিঙ্কা) রায় ও পার্থ (রাজু) গুহ জানান, আমরা ভাল পুজোর চেষ্টা করি। আমাদের সাধ্য কম। সাধ অনেক। সাবেকিয়ানায় আস্থা রাখি। থিম পুজোমণ্ডপ থেকে প্রতিমায় থাকে বটে তবে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবের ঐতিহ্যে আঘাত করি না। সেই ধৃষ্টতা আমাদের নেই। সেভাবে চিন্তাও করি না। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে থিম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি ঠিকই। তবে তা দর্শকদের কথা চিন্তা করে। যাই করি না কেন বাঙালিয়ানা থেকে সরি না।

পুলিশের জালে

সংবাদদাতা, বারাসাত : পুলিশের জালে এবার এমবিএ চোর। ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ধৃতদের নাম শিবনাথ দাস (২৭) ও তার বান্ধবী মোনালিসা অধিকারী।

বর্ণময় প্রকাশ

(প্রথম পাতার পর) ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তবে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেককে ঘিরে দলের ছাত্র-যুবদের মধ্যে ছিল তুমুল উন্মাদনা। প্রেক্ষাগৃহে দু'জনেই সকলের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। একের পর সেলফির আবদার মেটান অভিষেকও। এদিন মঞ্চে ছিলেন প্রকাশক সুধাংশু দে, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সৃঞ্জয় বসু-সহ অন্যান্য অভ্যাগতরা।

ওদের জিএসটি ছিল জনবিরোধী

(প্রথম পাতার পর) ক্রেডিট নেই, সব ক্রেডিট রাজ্যের।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার হিসেব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, আমরাই প্রথম বলেছিলাম কেন মানুষকে বিমার টাকা দিতে গেলেও টাকা দিতে হবে! স্বাস্থ্যসাথীর জন্য তো টাকা দিতে হয় না। ওটার টাকা রাজ্য সরকার দেয়। আর ওরা শুধু টাকা বন্ধ করে। শুধুমাত্র বিমায় রাজ্যের রাজস্বে লোকসান ৯০০ কোটি টাকা। বাদবাকি নিয়ে প্রায় ২০ হাজার কোটি। টাকা কাটল আমাদের আর প্রচার হচ্ছে ওনাদের। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কন্ট্রিবিউশন নেই, শুধু ভাষণ দেওয়া ছাড়া!

কেন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এবার গেল আরও ২০ হাজার কোটি। বিজেপি রাজ্যগুলোকে তো কেন্দ্রের টাকায় ভরিয়ে দেবে। আর এখানে টিকটিকি দৌড়লেও কমিশন চলে আসে। উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কিছু হলে তো দেখতে পায় না। এদিকে, আমার রাজ্যের মানুষ যে সুবিধা পাবে তার জন্য রাজ্যের ২০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। তবে তার জন্য আমার দুঃখ নেই। সাধারণ মানুষের কাজটা হচ্ছে। এতেই আমি খুশি। মানুষের ভাল হলে আমরা খুশি হই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রায়গঞ্জের ভারত সেবক সমাজের দুর্গাপূজার পুজোর উদ্বোধন

আমার বাংলা
22 September, 2025 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in
১১
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

চা-শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস চাঙ্গা করছে উত্তরের অর্থনীতিকে

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবার ২০ শাতাংশ বোনাস পাচ্ছেন চা-শ্রমিকেরা। যা বোনাস আইনের সর্বোচ্চ। ইতিমধ্যেই বোনাস দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বাগানগুলিতে। পুজোয় বেশি বোনাস পাওয়ায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর চা-শ্রমিকেরা পুজোর বাজার করতে পারছেন ভালভাবেই। ডুয়ার্স থেকে শুরু করে চা-বলয়ের বাজারগুলিতে চা-শ্রমিকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। বিক্রি বেশি হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরাও। তাঁরাও বলছেন শ্রমিকদের বোনাস বৃদ্ধি হওয়ায় বাজারও ভাল। প্রসঙ্গত, ১০০টি বাগান ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের পাওনা মজুরিও পরিশোধ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা উৎসবের মরশুমে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে অতিরিক্ত গতি তৈরি করবে। এখনও পর্যন্ত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহারের বাগানগুলিতে বেতন পরিশোধ সম্পন্ন হয়েছে। টাটা এবং গুডরিকের অধীনে থাকা বৃহৎ কোম্পানির মালিকানাধীন চা-বাগানগুলো তাদের বকেয়া পরিশোধ করেছে, অন্যদিকে টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ৯৮ শতাংশ সদস্যও বেতন ইতিমধ্যেই পরিশোধ করেছেন। সাধারণ ভাবে হিসেব করে দেখা গেছে গড়ে, প্রতিটি শ্রমিক প্রায় ১৫,০০০ টাকা করে বোনাস পাচ্ছেন, যার ফলে ৩ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক উপকৃত হচ্ছেন। এর ফলে স্থানীয় বাজারে প্রায় ৫০০ কোটি টাকারও বেশি প্রবেশ করছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে উৎসবমুখর করে তুলবে বলে ব্যবসায়ীরা মনে করেন। এবার পুজো অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। উৎসবের আগে পর্যন্ত বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, মানুষ কেনাকাটায় খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। তবে, এই বোনাস উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যবসা বাণিজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে। তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, এই বছর শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বাগান কর্তৃপক্ষকে এই নীতিমালা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেছেন। ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরুও হয়ে গেছে। যদিও কিছু বাগানে সমস্যা আছে, তবুও স্থানীয়ভাবে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা উচিত যাতে শ্রমিকরা সময়মতো তাদের পাওনা পান। কোনও অবস্থাতেই বোনাস কমানো যাবে না।

নবনিযুক্ত সভানেত্রীদের সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তর দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দলের মহিলা সংগঠনের নবনিযুক্ত ব্লক ও শহর কমিটির সভানেত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হল রবিবার। এদিন গোয়ালপোখর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী ঘোষ সাহা সহ অন্যরা। এদিন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মহিলা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নব দায়িত্বপ্রাপ্ত সভানেত্রীদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

যাত্রা শুরুতেই ধাক্কা জয় রাইডের

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা। এই কারণে শুরুতেই ধাক্কা খেল টয়ট্রেনের স্পেশাল জয় রাইড। পুজো উপলক্ষে তিনটি নতুন রুটে পর্যটকদের জন্য স্টিম ইঞ্জিনে চালিত জয় রাইড চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ। আর সেই জয় রাইডের শুরুতেই ক্ষতির মুখে ডিএইচআর। মাত্র ২ জন পর্যটক নিয়ে যায় জয় রাইডের টয়ট্রেন। প্রশ্ন উঠেছে ডিএইচআরের ভূমিকা নিয়ে। অনেক পর্যটক টিকিট না-পেয়ে ফিরে যান। তার জন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থাও করা হয়নি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামা পর্যটকদের কাছে পরিষেবাটি জনপ্রিয় হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, শুরুতেই বড়সড় ধাক্কা খেল ডিএইচআরের পরিকল্পনা। দু'জন ছাড়া আর কোনও যাত্রীই পাওয়া গেল না।

একশোর বেশি শ্রমিক দলে দলে যোগ দিলেন তৃণমূলে

■ চা-শ্রমিকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন নির্জল দে।

প্রতিবেদন : চা-শ্রমিকদের উন্নয়ন করেছেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি-সহ বিরোধী দল কখনওই শ্রমিকদের পাশে থাকেনি। কোনও সংকটেও দেখা মেলেনি বিরোধী দলের নেতাদের। বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে দল ছাড়লেন নকশালবাড়ি ও মিরিক ব্লকের অন্তর্গত বেলগাছি চা-বাগানের প্রায় ১০০-র বেশি পরিবার। রবিবার তাঁরা হাতে তুলে নিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র পতাকা। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দার্জিলিং জেলা হিল চেয়ারম্যান এলবি রাই, আইএনটিটিইউসি দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে। উপস্থিত ছিলেন ইউনিট সভাপতি সুখরাজ সুব্বা, অনু প্রধান, প্রশান্ত প্রধান-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনই জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জেও সিপিএম ছেড়ে ১৮২ জন যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এদিন রাজগঞ্জ বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের হাত ধরে সিপিএমের সংগঠন ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন একসাথে ৩২টি পরিবারের মোট ১৮২ জন ভোটার। খগেশ্বর রায় জানান, মানুষ উন্নয়নের পাশে আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নানা প্রকল্প গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে বলেই সাধারণ মানুষ আর পুরনো বিভ্রান্তিকর রাজনীতির সঙ্গে থাকতে চাইছেন না। আজকের এই যোগদান সেই বার্তাই দিল। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, একের পর এক পরিবার সিপিএম ও বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুলের পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছেন। রাজগঞ্জের মতো গ্রামীণ অঞ্চলেও তৃণমূলের প্রভাব আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

উত্তরে পুজোর উদ্বোধন

■ জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী মুহুরিপাড়া সর্বজনীন সংঘের প্রতিমা। শোলার সাবেকি সাজে প্রতিমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। মহালয়ার দিন উদ্বোধনের পরই প্রতিমা দেখতে ঢল নেমেছে দর্শনার্থীদের।

■ কোচবিহারে শুরু হল কৃষাণি উৎসব ও দুর্গাপুজো। আজ কোচবিহার ২ ব্লকের বাণেশ্বর গান্ধীমূর্তি পাদদেশে কৃষাণি উৎসব ও নবদুর্গা পূজার শুভ সূচনা পর্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়, পরিমল বর্মন, খোকন মিয়ারা। জানা গেছে, নয়দিন ব্যাপী চলবে এই পুজো। প্রচুর ভক্তসমাগম হবে এবছরের পুজোয়।

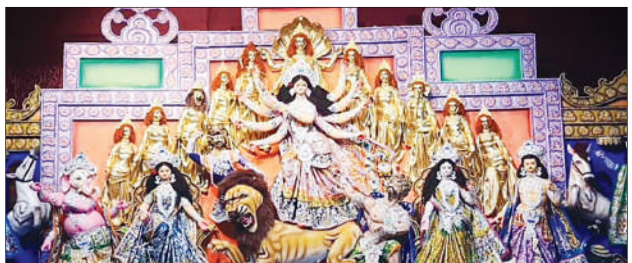
■ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে গঙ্গারামপুর শহরের নাট্য সংসদ, চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব, ইয়ুথ ক্লাব ও দুর্গাবাড়ি পাড়ার দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ১৭টি পুজো ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

■ শিলিগুড়ির সুব্রত সংঘ, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও মায়াবী স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন। ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, মহকুমা শাসক অবোধ সিংহল, ডিসি ইস্ট রাকেশ সিং-সহ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের একাধিক পুলিশকর্তা ও রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিকরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
22 September, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

বামপন্থী সদস্যদের সমর্থনে জগন্নাথধামের আদলে গড়া মণ্ডপ তাহেরপুরে বড় আকর্ষণ

অর্ক দাস • নদিয়া

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘায় পর্যটনের হাজার গুণ আকর্ষণ বাড়িয়ে দিতে গড়ে তুলেছেন তাঁর স্বপ্নের জগন্নাথধাম। বঙ্গবাসীর পাশাপাশি আশপাশের রাজ্য থেকে আসা পর্যটকরা এখন অনেকেই দিঘা ঘুরতে আসছেন তার টানে। জগন্নাথধাম দেখে কার্যত অভিভূত তাঁরা। কিন্তু যাঁরা দিঘায় যেতে পারেননি, তাঁদের এবার নদিয়ার তাহেরপুরে জগন্নাথধামের আদলে চোখ ধাঁধানো মণ্ডপ তৈরি করেছে তাহেরপুরের ক্লাব সম্মিলনী। এবছর তাদের রজতজয়ন্তী বর্ষের পুজোয় দর্শনার্থীদের জন্য এই অনন্য উপহার ক্লাব কর্মকর্তাদের। বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে প্রায় দু'মাস ধরে এই মণ্ডপ নির্মাণ করেছেন শিল্পীরা। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, যেদিন থেকে তাঁরা এ বছরের পুজো নিয়ে আলোচনা শুরু করেন সেদিনই সিদ্ধান্ত নেন রজতজয়ন্তী বছরে চমকপ্রদ কিছু করবেন। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম সেরা প্রকল্প দিঘার জগন্নাথধামের আদলে মণ্ডপ নির্মাণকে বেছে নেন। নদিয়ায় বাদকুল্লা তাহেরপুর অঞ্চলে দুর্গাপুজোর প্রসিদ্ধি জেলা ও জেলার বাইরে ছড়িয়ে। তাহেরপুরের ক্লাব সম্মিলনীর কর্মকর্তা সুকান্ত দত্ত জানান, আমাদের ক্লাব কমিটির মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে অনেক বামপন্থী মানুষও আছেন। কিন্তু আমরা সকলেই একমত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম প্রচেষ্টা দিঘার জগন্নাথধামকে মানুষের সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিই। বামপন্থীরাও একবাক্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগের সুখ্যাতি করেছেন। এই সিদ্ধান্তে ক্লাবের সব সদস্য, বিশেষত বামপন্থী সদস্যরা একমত হয়েই সায় দিয়েছেন। এর ফলেই আমরা এবারের এই পুজোকে এমন স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছি যে আমাদের এই দিঘার জগন্নাথধামের আদলে তৈরি মণ্ডপ এবার জেলার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। জানা যায়, পুজোর পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর আগেই তাঁদের জগন্নাথধামের দ্বার খুলে দেওয়া হবে দর্শনার্থীদের জন্য।

■ ক্লাব সম্মিলনীর পুজোর আকর্ষণ জগন্নাথধাম মণ্ডপ।

সবং : পুজো কমিটিকে চেক বিলি মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, সবং : সবংয়ের ক্লাবগুলিকে রাজ্যের পুজো অনুদানের চেক তুলে দিলেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। রবিবার বিকেলে সবং বিডিও অফিসে ব্লকের অন্তর্গত ৬৭টি ক্লাবকে এই চেক তুলে দেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন বিডিও ছাড়াও সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আবু কালাম বক্স, ওসি চঞ্চল সিংহ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী দাস দত্ত প্রমুখ।

বিধায়কের উদ্যোগে শুরু হল মাতৃবরণ

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে বেশ ক'দিন ধরেই চলছে দুর্গাপুজা উপলক্ষে ৬০ হাজার মা-বোনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার কর্মসূচি। সেই সঙ্গে শুরু হল, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ১২টি পঞ্চায়েত এলাকায় সকল মা-বোনের হাতে আলতা, সিঁদুর ও বিন্দি দেওয়ার কর্মসূচি। বিধায়কের এই অভিনব উদ্যোগের নাম মাতৃবরণ বা মাতৃবন্দনা।

পিএইচই ওয়ার্কার্সের সাংগঠনিক সভা

সংবাদদাতা, ঘাটাল : আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল তৃণমূল পিএইচই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পশ্চিম মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা ও ঘাটাল সংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে মাদপুরে হল সাংগঠনিক সভা। ছিলেন অল বেঙ্গল তৃণমূল পিএইচই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি তথা আইএনটিটিইউসির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি মহাশিস মাহাত, সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি তথা জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি গোপাল খাটুয়া, অল বেঙ্গল তৃণমূল পিএইচই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক মইদুল খান প্রমুখ। বৈঠকে একাধিক সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাকড়ায় জমি জালিয়াতি, ফের ধৃত ১

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়া গ্রামে জমি জালিয়াতি কাণ্ডে ফের একজনকে গ্রেফতার করল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এই নিয়ে এই কাণ্ডে ধরা পড়ল দু'জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাকড়ার প্রায় ১২৫টি পরিবারের প্রায় ৪০০ একর জমি ভুয়ো কাগজপত্র ব্যবহার করে অন্যের নামে রেজিস্ট্রি করানো হয়। জমির মালিকদের নকল স্বাক্ষর ব্যবহার, এমনকী কোথাও জমির প্রকৃত মালিককে মৃত দেখিয়েও হস্তান্তরের চেষ্টা হয়েছে। গ্রামবাসীরা রেজিস্ট্রি অফিস ও জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে জমি ফেরত এবং দ্রুত তদন্তের দাবি জানান। তদন্তে পুলিশ জানে, চিড়াকুটি গ্রামের শুকরঞ্জন মাহাত ভুয়ো উত্তরাধিকার শংসাপত্র দেখিয়ে জমি বিক্রি করেছিল। তাকে গ্রেফতারের পর পুলিশ আরও এক অভিযুক্ত বাছুরডোবার দেবাংশু পাহাড়িকে গ্রেফতার করল।

রানাঘাটে বিলি পুজো অনুদানের চেক

সংবাদদাতা, নদিয়া : জেলার ১৫৮টি পুজো কমিটির হাতে রাজ্য সরকারের পুজো অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল রানাঘাটের নজরুল মঞ্চে। রানাঘাট পুলিশ জেলার পক্ষে। এছাড়াও ৮০০-র বেশি ক্লাব ও বারোয়ারির হাতে রানাঘাট ও কল্যাণী থেকে পুজো অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার আশিস মৌর্য, এসডিপিও সবিতা গটিয়াল-সহ জেলা পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার জানান, রাজ্য সরকারের এই অনুদান পুজো কমিটিগুলোকে সুষ্ঠ ও সচ্ছলভাবে উৎসব পালন করতে সহায়তা করবে এবং শারদীয়া উৎসবকে ঘিরে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসন সর্বদা সতর্ক থাকবে।

সুতির গ্রামে দুর্গার চিত্রগ্রহণে পুজোর আগেই উৎসবের আবহ

কমল মজুমদার • জঙ্গিপুর

যেখানে অন্যান্য বছর মহালয়া মানেই চণ্ডীপাঠ, রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে অশুভ শক্তির বিনাশের ডাক, তার ঠিক আগে শনিবার এক অভিনব আবেগে মাতল মুর্শিদাবাদের সুতি গ্রাম। গ্রামের প্রাচীন এক জমিদারবাড়িকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নির্মীয়মাণ একটি চলচ্চিত্রের শ্যুটিং স্পট। সিনেমার গল্পে দেখা যাবে, দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে এক সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনি। আর সেই মেয়েটিই গ্রামের বুকে সেজে উঠেছে মা দুর্গারূপে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যাচ্ছে সাজসজ্জা, ক্যামেরা, লাইটিং আর দৃশ্যগ্রহণের তোড়জোড়। পুরনো বাড়ির আঙিনায় তৈরি হয়েছে অস্থায়ী মণ্ডপ, যেখানে সেজে আছে প্রতিমার মতো এক জীবন্ত দুর্গা। অভিনেত্রী স্থানীয় এক নাট্যশিল্পী, যিনি আগেও বেশ কটি মঞ্চনাটকে দেবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আরও বড় পরিসরে নিজের প্রতিভাকে তুলে ধরছেন তিনি। পরিচালক অর্ণব চক্রবর্তী জানান, আমরা চাইছিলাম একেবারে বাস্তব আবহে ছবির দৃশ্যগুলি ধারণ করতে। দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আবেগ, সংস্কৃতি এবং নারীশক্তির প্রতীক। এই ভাবনাই ছবিতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। গ্রামের মানুষরাও অনেকেই ছোটদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়ছেন শ্যুটিং দেখতে। বলছেন, এবার আর রেডিও নয়, চোখের সামনে দুর্গাপুজোর শুরু দেখে ফেললাম। শ্যুটিংয়ের অংশ হিসেবে গ্রাম্য লোকসংগীত, ঢাকের শব্দ, কাশফুলের দৃশ্য, এমনকী মাটি খুঁড়ে জল তোলার দৃশ্যও ক্যামেরাবন্দি করা হল। এই ছবিতে বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি আর মানুষের জীবনযাত্রা গুরুত্ব পেয়েছে। শ্যুটিং চলবে আগামী এক সপ্তাহ ধরে। এই শ্যুটিংয়ের মধ্য দিয়েই কার্যত 'আগাম দুর্গাপুজো' পৌঁছে গিয়েছে সুতি গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনে।

ছাত্রদের হাতে শুরু নবকিশলয়ের পুজোয় মাতে মৎস্যজীবী গ্রাম

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • কাঁথি

সমুদ্রপাড়ে গড়ে ওঠা ছোট্ট গ্রাম কাঁথির রঘুসদারবাড় জলপাই। সকাল হলেই নৌকা নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোনো রোজকার রুটিন এই গ্রামের মানুষজনের। ছোট থেকেই বাবা-মায়েদের জাল ও নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে দেখে আসছে খুদেরা। পুজোর সময় দিন আনি দিন খাই মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্যদের ঠাকুর দেখতে পায়ে হেঁটে যেতে হত প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে কাঁথি শহরে। তা দেখে নিজেদের গ্রামেই পুজো করার কথা ভাবে স্কুলপড়ুয়ারা। সেইমতো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে তাদের হাতে শুরু হওয়া রঘুসদারবাড় জলপাই গ্রামের পুজো এবার ১৪ বছরে পড়ছে। বর্তমান সদস্য প্রায় ২৪ জন। অনেকেই এখন নবম বা দশম শ্রেণির ছাত্র। তাদের পুজোর নাম নবকিশলয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দিনদরিদ্র। সমুদ্রে মাছ ধরে সংসার চালানোর টাকা থেকেই পুজোর জন্য সদস্যদের হাতে যথাসাধ্য অর্থ তুলে দেন। আগের থেকে পুজোর বহর কয়েকগুণ বেড়েছে। প্রথমে ঘটপুজো চালু হয়। গত ৪-৫ বছর প্রতিমা গড়ে পুজো হচ্ছে। সমুদ্রতীরে এই গ্রাম গড়ে ওঠায় বহু বিপর্যয়, একাধিক ঘূর্ণিঝড়, বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখেছে। ২০২১-এর ইয়াশ ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসে গোটা গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। তবুও থেমে থাকেনি পুজো। পুজো সভাপতি বাসুদেব মাজি বলেন, গ্রামের সকলে পুজোয় মেতে উঠি। প্রতি বছর এই পুজোর ফিতে কাটেন কাঁথির নয়াপুট সুধীরকুমার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বসন্তকুমার ঘোড়ই। গ্রামটিকে তিনি দত্তক নিয়েছেন। গ্রামের পড়ুয়াদের পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষের সুখ-দুঃখে ছুটে বেড়ান। বসন্তবাবু বলেন, পড়ুয়ারা নিজেদের চেষ্টায় এভাবে পুজোর আয়োজন করায় খুবই ভাল লাগে। যথাসম্ভব ওদের পাশে থাকার চেষ্টা করি।

দুটি এসইউভিতে ভর্তি টাকা পাচার হচ্ছিল এক বিজেপি রাজ্য থেকে অন্য বিজেপি রাজ্যে। ধরা পড়ে গেল মাঝপথে। ছত্তিশগড়ের রায়পুর থেকে ৫০০ টাকা নোটের বান্ডিলভর্তি মহারাষ্ট্রের নম্বর প্লেট লাগানো গাড়িদুটি যাচ্ছিল মোদিরাজ্যের সুরাতে

নম্রভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের পরামর্শ প্রধান বিচারপতির

টাকার মোহ নয়, প্রেম থাকতে হবে ন্যায়বিচারের প্রতি

নয়াদিল্লি: টাকার প্রতি মোহ নয়, ন্যায়বিচারের প্রতি প্রেম থাকতে হবে বিচারকদের। স্পষ্ট ভাষায় মনে করিয়ে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। তাঁর সাফ কথা, কয়েকজন বিচারকের আচরণ খারাপ হলে তা সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ণ করতে পারে বিচার ব্যবস্থার সুনাম। সেই কারণেই বিচারকদের নম্র ও দায়িত্বশীল হয়ে প্রয়োগ করতে হবে নিজেদের ক্ষমতা। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল বা ক্যাটের সম্মেলনে তাঁর ভাষণে শনিবার দৃঢ়তার সঙ্গে একথা জানিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর কথায়, আমি আশাপ্রকাশ করি, বিচার বিভাগের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা টাকার মোহে পড়বেন না। ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার মতো মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিই তাঁদের ভালবাসা থাকবে। বিচার বিভাগের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বলতে স্পষ্টতই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বিচারকদের। তাঁর কথায়, মামলাকারী এবং আইনজীবী উভয়েরই আস্থা বজায় রাখতে হবে আদালতকে। আইনের সংবাদ বিষয়ক ওয়েবসাইট 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ' তুলে ধরেছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের এই অভিমত। তিনি মনে করিয়ে দেন, বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেই আদালতের দ্বারস্থ হন সাধারণ মানুষ। তাঁদের এই বিশ্বাসকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া যে বিচারকদের কর্তব্য তা বুঝিয়ে দেন তিনি। বিচারপতি গাভাইয়ের কথায়, তাঁরা যে ন্যায়বিচার পাবেন এই বিশ্বাসটা অটুট রাখতে হবে বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে। আমাদের দায়িত্ব এবং ন্যায় ছাড়া অন্য কোনও রং লাগতে দেওয়া যাবে না।

ভয় পাচ্ছেন গেরুয়া সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? দেশে গণবিক্ষোভ রুখতে গবেষণার নির্দেশ

নয়াদিল্লি: গণরোষ বিস্ফোরণের ভয় পাচ্ছেন মোদি-শাহ? শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপালের গণঅভ্যুত্থান দেখে কি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে গেরুয়া শিবির? বোধহয় তাই। সেই কারণেই দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিবেশী ৩টি দেশের সরকারের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আগাম সতর্ক থাকতে চাইছে ভারত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে নেওয়া হয়েছে অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। গণবিক্ষোভ নিয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দেশের অতীতের গণবিক্ষোভের বিষয় বিশদ অনুসন্ধান, ও গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সম্প্রতি দিল্লিতে আইবির একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিস কনফারেন্স নামে। ২ দিন ব্যাপী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সম্মেলনে অতীতের গণবিক্ষোভ নিয়ে গবেষণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এমনকী মন্ত্রকের তরফে নির্দিষ্ট এসওপি তৈরি করতে বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের গণবিক্ষোভ কীভাবে ঠেকানো যায় তা নিশ্চিত করতে এই নির্দেশ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ গবেষণা বিভাগকে নির্দিষ্ট ভাবে গণবিক্ষোভের কী কারণে, কীভাবে হচ্ছে এবং পরিণতি বিশ্লেষণ করে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইসব বিদ্রোহের পিছনে কোনও মদত বা উসকানি আছে কি না তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

কীভাবে ঘাটতি পূরণ হবে রাজ্যের? প্রশ্ন তৃণমূলের

নিউ জেনারেশন জিএসটির নামে শুধুই আত্মপ্রচারের ঢাক

নয়াদিল্লি: নিউ জেনারেশন জিএসটি নিয়ে শুধুই আত্মপ্রচারের ঢাক পিটলেন মোদি। সোমবার থেকে চালু হচ্ছে নিউ জেনারেশন জিএসটি। তার আগে রবিবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের নামে শুধুই বিভ্রান্তি ছড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে বেশকিছু ভিত্তিহীন দাবিও। এরই প্রতিবাদে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলল তৃণমূল। এদিন দলের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ কটাক্ষের সুরে বললেন, এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র মোদির বন্ধুদের মিষ্টি দেওয়া হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষকে করের তেতো খেতে বাধ্য করেছে মোদি সরকার। যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ 'ব্যবসায়ীদের উপরে ইন্সপেক্টর রাজ'। এই করসন্ত্রাস কে শেষ করবে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি জানতে চাইলেন সাগরিকা। তাঁর উদ্বেগ, মূলত ছোট ব্যবসায়ীদের জীবন নাজেহাল হয়ে গেছে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা কে করবে, তাই নিয়ে। এর উপরে রয়েছে ট্রাম্পের শুল্ক-খাঁড়া। এই কর ছাড়ে মধ্যবিত্ত, কৃষক ও যুবকরা সুবিধা আদৌ পাবে কি না এই নিয়ে সংশয় আছেই। এছাড়াও মোদির স্বদেশি পণ্যের বুলি আওড়ানোকেও ছেড়ে কথা বলেননি সাংসদ সাগরিকা। তাঁর কটাক্ষ, একদিকে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্য, স্বদেশি পণ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে দেশবাসীর সামনে বুলি আওড়াচ্ছেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী বিদেশি ব্র্যান্ডের আসক্তি ত্যাগ করতে পারছেন না। কারণ পিএম মোদির গাড়ি, শুট, সানগ্লাস, পেন, যা কিছু ব্যবহার করেন সবক'টি বিদেশি ব্র্যান্ডের। রবিবার নিউ জেনারেশন জিএসটি নামে আত্মপ্রচার করেছেন মোদি। অথচ রাজ্যগুলির বিপুল অর্থের ক্ষতি নিয়ে চুপ থেকেছেন মোদি। মন্তব্য ক্ষুব্ধ সাগরিকার। তাঁর ক্ষোভ, কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। জিএসটিতে রাজস্ব বাবদ বাংলা-সহ একাধিক রাজ্য ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে তাহলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কি রাজ্যগুলিকে তাদের প্রাপ্য অর্থ দেবে? রাজ্যগুলি কীভাবে এই ঘাটতি পূরণ করবে। রাজ্যগুলি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে কীভাবে ব্যয় করবে? প্রশ্ন সাগরিকার।

TRINAMOOL

■ অসমের বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচন উপলক্ষে নোনাই সারফাং কেন্দ্রে প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব। রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিজয় বৈশ্য ও রাজ্যের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নয়ডা সপ্তর্ষি সংঘের এবার পুজোর মূল আকর্ষণ যামিনী রায় ঘরানার পটচিত্র

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়ডা

বিগত এক দশকে রাজধানী দিল্লির লাগোয়া নয়ডায় ক্রমশই বাড়ছে সর্বজনীন দুর্গাপুজোর আয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হল নয়ডার সেক্টর ৫০-র সপ্তর্ষি সংঘের পুজো। এবার ২১ বছরে পা দিল এই দুর্গাপুজো। প্রতিবারের মতো এবারও সপ্তর্ষি সংঘের পুজোতে থাকছে বিরল থিমের বৈশিষ্ট্য। এবার এখানকার পুজোমণ্ডপে গ্রাম বাংলার চিরন্তন সংস্কৃতি তুলে ধরা হচ্ছে, যেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে যামিনী রায়ের ঘরানার পটচিত্রের সমাহার। পরিবেশবান্ধব কাঠ, খড় ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে এই পটচিত্র। বাংলার মৃৎশিল্পীদের আদলে এই পটচিত্র তৈরির দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরাই। তাঁরাই রাতের পর রাত জেগে নিজেদের হাতে ফুটিয়ে তুলছেন এই পটচিত্র। এই কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় বেশকিছু সামগ্রী কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই পুজোর সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ, দাবি পুজো কমিটির। উল্লেখ্য, কলকাতার মতো দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকার দুর্গাপুজোগুলোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল পেটপুজো এবং পুজোর ক'দিন ঠাসা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নয়ডার সপ্তর্ষি সংঘে এবার বিশেষভাবে সম্মানীত হবেন শান্তিনিকেতনের বাউলশিল্পীরা। তাদের চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সের পাশাপাশি কলকাতা, দিল্লি এবং মুম্বইয়ের শিল্পীদের অনুষ্ঠানও দর্শনার্থীদের মন কাড়বে বলেই দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। গত ৯ বছর ধরে এই পুজো কমিটি আয়োজন করে থাকে একটি নাচের প্রতিযোগিতা। দেশের সেরা নৃত্যশিল্পীরা এখানে বিচারকের আসনে থাকেন। এবারও এই অনুষ্ঠান সবার নজর কাড়বে বলেই দাবি পুজো কমিটির মিডিয়া বিভাগের প্রধান পল্লবী ত্রিপাঠীর। এর সঙ্গে থাকছে বাচ্চাদের জন্য বিশেষ অঙ্কন প্রতিযোগিতা, মহিলাদের জন্য হাঁড়ি ভাঙা প্রতিযোগিতাও। একইসঙ্গে পুজোর প্রত্যেকটা দিনই থাকছে মায়ের প্রসাদ বিতরণ এবং পংক্তিভোজনের আয়োজন, যেখানে আট থেকে আশি সবার জন্য থাকছে ঢালাও ভুরিভোজের এলাহি আয়োজন।

ভিসা-ফতোয়া, আমেরিকায় ফেরার হুড়োহুড়ি বিদেশিদের

ওয়াশিংটন: ট্রাম্পের ভিসা ফতোয়া কার্যকর হতে না হতেই একদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক আতঙ্ক, অন্যদিকে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত জটিলতা। কেউ বলছেন এইচ-১বি ভিসা নীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্ববিরোধ, আবার কারও মতে, এটা দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আতঙ্ক যে ছড়িয়েছে তা মালুম হচ্ছে যেসব বিদেশি কর্মসূত্রে আমেরিকায় থাকেন কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছেন অন্য কোনও দেশে, শেষ মুহূর্তে তাঁদের মার্কিন মুলুকে ফেরার হিড়িক দেখেই। কারণ, ট্রাম্পের ভিসা-ফতোয়া ঘুম কেড়ে নিয়েছে তাঁদের। ভারতীয় সময় রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে নয়া নিয়ম চালু হওয়ার সঙ্গেই এই কাণ্ড। আর সেই সুযোগে অস্বাভাবিকভাবে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে বেশ কিছু উড়ান সংস্থা। তথ্যের দাবি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারত থেকে মার্কিনমুখী বিমানগুলোতে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। মাইক্রোসফট, মেটা বা অ্যামাজনের মতো বেশ কয়েকটি সংস্থা বিদেশি কর্মীদের একদিনের মধ্যে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে এবং মার্কিন মুলুকে থাকা বিদেশি কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁদের থাকতে হতে পারে মার্কিন মুলুকেই। যাঁরা পুজো বা দীপাবলি উপলক্ষে আগাম ছুটি নিয়েছিলেন, তা বাতিল করে দিচ্ছেন অনেকেই।

এতো গেল একটা দিক, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, শুক্রবার মার্কিন বাণিজ্যসচিব হোয়ার্ড লুটনিক এইচ-১ ভিসার জন্য বছরে এক লক্ষ ডলার নেওয়া হবে ঘোষণা করলেও প্রবল সমালোচনার চাপে এখন কিছুটা অবস্থান বদল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এবারে জানালেন, এটি কোনও বার্ষিক মূল্য নয়, নতুন ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে এককালীন মূল্য। ভিসা পুনর্নবীকরণের সময় কোনও টাকা লাগবে না।

মাঠে ময়দানে

22 September, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গুয়াহাটিতে ৩০ সেপ্টেম্বর মেয়েদের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রয়াত জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধা জানাবে বিসিসিআই

ড্র নয়, জিতেই আজ লিগ চায় ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জোড়া কলকাতা লিগ জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল। আদালতের রায়ে ২০২৪-২৫ মরশুমের ঘরোয়া লিগ জয়ের পর ২০২৫-২৬ মরশুমের খেতাবও জয়ের দোরগোড়ায় মশালবাহিনী। সোমবার নিজেদের মাঠে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। অঙ্কের বিচারে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ড্র করলেই চলবে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়দের। কিন্তু লাল-হলুদ শিবিরের ফোকাস জয়ের ধারাবাহিকতায়। ইউনাইটেডকে হারিয়েই ৪১ বার লিগ জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া বিনো জর্জের দল। টানা দুই ম্যাচ জিতে সুপার সিক্স পর্বে ৬ পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের। ইউনাইটেড স্পোর্টসের দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে প্রথমবার কলকাতা লিগ জয়ের হাতছানি তাদের সামনে।

গত বছরের লিগ জয়ের ট্রফি সোমবার ম্যাচ শুরুর এক ঘণ্টা আগেই ইস্টবেঙ্গলকে তুলে দেবেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এক বছরের অপেক্ষা শেষে গতবারের লিগ জয়ের ট্রফি হাতে পাওয়াটাই কি এবারের খেতাবি লড়াইয়ে নামার আগে অনুপ্রেরণা? ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো বলছেন, অবশ্যই এটা অনুপ্রেরণা আমাদের। কিন্তু আমরা মনঃসংযোগ করছি শুধু ইউনাইটেড ম্যাচে। এবারের লিগের শেষ ম্যাচ আমাদের। সমর্থকদের অনুরোধ করব, সবাই মাঠে এসে দলকে সমর্থন করুন। আমরা জয়ের ধারাবাহিকতা রেখে শেষ ম্যাচেও পুরো পয়েন্ট নিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।

শেষ ম্যাচের আগে দলে তেমন কোনও চোট সমস্যা নেই। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ইস্টবেঙ্গলের পথের কাঁটা হতে পারবে কি? তাদের সামনেও রয়েছে বিনোর দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। সাহিল হরিজন নেই। রুগুল কুদ্দুস ডায়মন্ড হারবারে যোগ দিয়েছেন। তাই ইউনাইটেড কিছুটা কমজোরি।

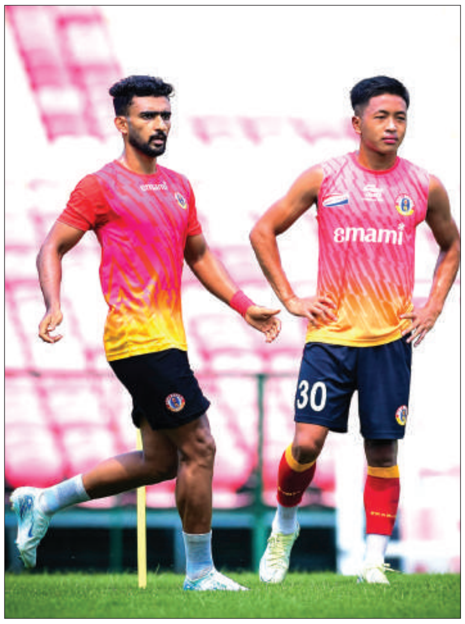

ভরসা বিষ্ণু-গুইতে। রবিবার শেষ প্রস্তুতিতে।

ইউনাইটেডের সর্বময় কর্তা নবাব ভট্টাচার্য বললেন, আমরা আগেও এই পরিস্থিতিতে দু'বার ছিলাম। ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে খেলবে। ওদের অ্যাডভান্টেজ। তবে আমরা লড়াই করব।

ডায়মন্ড হারবার আগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে লিগ জয়ের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। রানার্স হওয়ার সুযোগ থাকলেও সোমবার ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচটা জিতে শেষ করতে চাইছে কিবু ভিকুনার দল। দলের এক সদস্য বললেন, ডায়মন্ড হারবার রানার্স হওয়ার জন্য খেলে না।

দু'গোলে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২১ সেপ্টেম্বর : চলতি মরশুমে ছ'টি ম্যাচ খেলে ছ'টিতেই জয়! স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এসপ্যানিলওকে ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। যা লা লিগায় কিলিয়ান এমবাপেদের টানা পঞ্চম জয়। মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও একটি ম্যাচ খেলে জিতেছে রিয়াল। সব মিলিয়ে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছে রিয়ালকে। এসপ্যানিওলের বিরুদ্ধে ২২ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দিয়েছিলেন এদের মিলিতাও। তাঁর গোলার মতো শট বিপক্ষ গোলকিপারকে পরাস্ত করে জালে জড়িয়ে যায়। ৪৭ মিনিটে ২-০ করেন দারুণ ফর্মে থাকা এমবাপে। এসপ্যানিওল গোলকিপার দু'বার এমবাপের শট রুখে না দিলে এবং একবার ভিনিসিয়াস জুনিয়রের শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে, রিয়ালের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ত। রিয়াল কোচ আলোন্সো জাবির জন্য বাড়তি সুখবর, এই ম্যাচেই চোট সারিয়ে মাঠে ফিরলেন জুড বেলিংহ্যাম ও এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা।

জোড়া গোল করে জেতালেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ২১ সেপ্টেম্বর : গোল করেই চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এবার সৌদি প্রো লিগে আল রিয়াধের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেন সিআর সেভেন। আরেক পর্তুগিজ তারকা জোয়াও ফেলিক্সও জোড়া গোল করেছেন। নিটফল, ৫-১ ব্যবধানে ম্যাচটা জিতেছে আল নাসের। ফলে টানা তিন ম্যাচ জিতে আপাতত সৌদি লিগের শীর্ষে রোনাল্ডোরা।

গোলের পর রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাস।

ঘরের মাঠে ৬ মিনিটেই ফেলিক্সের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। ৩০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কিংসলে কোমান। তিন মিনিটে পরেই রোনাল্ডোর গোলে ৩-০। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আরও গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন রোনাল্ডোরা। ৫৯ মিনিটে ৪-০ করেন ফেলিক্স। তবে দু'মিনিটের মধ্যেই পাল্টা আক্রমণ থেকে ব্যবধান ১-৪ করে ফেলেছিল আল রিয়াধ। তবে ৭৬ মিনিটে ফের গোল করে প্রতিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন রোনাল্ডো। এদিনের জোড়া গোলের পর রোনাল্ডোর কেরিয়ার গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৯৪৫। এক হাজার গোলের লক্ষ্যপূরণে তাঁর চাই আরও মাত্র ৫৫টি গোল।

দুরন্ত জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়াতে রোনাল্ডোর বার্তা, তিন ম্যাচে তিন জয়। তবে আমরা আরও চাই। এই বার্তা থেকেই পরিষ্কার, আল নাসেরের জার্সিতে এবারের সৌদি লিগ জিততে তিনি কতটা মরিয়া।

মেসি-ম্যাজিকে প্রায় প্লে-অফ

ইন্টারের ম্যাচে মেসির ঝলক।

ফ্লোরিডা, ২১ সেপ্টেম্বর : জোড়া গোল করলেন লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামিও ৩-২ ব্যবধানে ডিসি ইউনাইটেডকে হারিয়ে মেজর লিগ সকারের প্লে-অফে ওঠার পথে এগিয়ে রইল।

ম্যাচের ৩৫ মিনিটেই মেসির নিখুঁত থ্রু থেকে বল পেয়ে ইন্টার মায়ামিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদেও আলেন্দে। কিন্তু ৫২ মিনিটেই ক্রিশ্চিয়ান বেন্টের গোলে ১-১ করে দেয় ডিসি ইউনাইটেড। তবে ৬৬ মিনিটে ফের ঝলসে উঠে মেসির বাঁ পা। এবার জর্ডি আলবার পাস থেকে চকিত টার্নিংয়ে প্রতিপক্ষ দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন তিনি।

৭২ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। মেসি নিজে শট না নিয়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন তরুণ সতীর্থ মাতেও সিলভেত্তিকে। কিন্তু সিলভেত্তির শট ক্রসপিসে লেগে প্রতিহত হয়। যদিও ৮৫ মিনিটে ফের গোল করে দলকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মেসি নিজেই। সংযুক্ত সময়ে জেকব মারেলের গোলে ব্যবধান ২-৩ করলেও, হার এড়াতে পারেনি ডিসি। এদিনের জোড়া গোলের পর, চলতি মরশুমে ২২ ম্যাচে ২২ গোল হয়ে গেল মেসির।

এদিকে, ২৮ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে গ্রুপের পাঁচ নম্বরে উঠে এল ইন্টার মায়ামি। এদিনের জয়ের পরেই প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলতে পারতেন মেসিরা। কিন্তু লিগের অন্য একটি ম্যাচে নিউইয়র্ক রেড বুলস ২-০ গোলে মন্ট্রিয়েলকে হারিয়ে দেওয়াতে আপাতত অপেক্ষা বাড়ল ইন্টার মায়ামির।

সবাইকে গুরুত্ব দেন কোচ গম্ভীর : সঞ্জু

দুবাই, ২১ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে মুখ খুললেন সঞ্জু স্যামসন। বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা এক ভিডিওতে কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের প্রশংসা করে সঞ্জু বলেছেন, সূর্য ও গোতি ভাইয়ের জন্য আমাদের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ অসাধারণ। এর জন্য ওদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। আমাদের দলে সবাই সমান। প্রত্যেকের সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করা হয়। গোতি ভাই সবাইকে সমান গুরুত্ব দেন।

সঞ্জু আরও জানিয়েছেন, এই পরিবেশই একজন খেলোয়াড়ের সেরা খেলাটা বের করে আনতে সাহায্য করে। কারণ, কোনও চাপ ছাড়াই মাঠে নামা যায়। সঞ্জুর বক্তব্য, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ভাল হলে, খেলোয়াড়দের কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। কারণ এই পরিবেশ সেরা খেলাটা বের করে আনে। টি-২০ ফরম্যাটে চাপমুক্ত হয়ে মাঠে নামাটা খুব জরুরি। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ খোলামেলা বলেই আমরা সেটা করতে পারছি। এই দলের সদস্য হতে পেরে আমি দারুণ খুশি। শেষ ম্যাচে অভিষেক শর্মার সঙ্গে পার্টনারশিপটাও দারুণ উপভোগ করেছি।

শিল্ডে বাগানের খেলা নিয়ে সংশয়

প্রতিবেদন : আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগানের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা। সোমবার বিকেলে শিল্ড আয়োজন নিয়ে তিন প্রধান ও ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে চিঠি দিয়ে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবারের প্রতিনিধি বৈঠকে যাচ্ছে। কিন্তু মোহনবাগান কি থাকবে? শিল্ডে কি খেলবে তারা? মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস বললেন, আইএফএ আমাদের চিঠি দিয়েছে। কথাও হয়েছে ওদের সঙ্গে। সোমবার বৈঠকে প্রতিনিধি থাকবে কি না, এখনই বলা সম্ভব নয়। বৈঠকে থাকা বা না থাকাটা বড় কথা নয়। আমাদের কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হচ্ছে। ওই সময় জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়তে হবে। আমাদের এসিএল টু-এর প্রস্তুতি থাকবে। সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ফাইনালে ফের হার সাত্ত্বিকদের

শেনজেন, ২১ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেনের পর এবার চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন। আরও একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠিকে। রবিবার পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম ওন হো ও সিও সিউং জের বিরুদ্ধে লড়াই করেও ১৯-২১, ১৫-২১ গেমে হেরে যান ভারতীয় জুটি।

অথচ ফাইনালে শুরুটা দারুণভাবে করেছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। প্রথম গেমে একটা সময় ১৪-৭ পয়েন্টে এগিয়েও গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২১-১৯ ফলে প্রথম গেম জিতে নেন কোরিয়ান জুটি। দ্বিতীয় গেমেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। একটা সময় ১২-১৪ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েন সাত্ত্বিকরা। এর পর আর ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। দুদন্তি নেট প্লে এবং নিখুঁত সার্ভিসের সাহায্যে গেম এবং ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন কোরিয়ান জুটি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যখন খেলবে, তখন সবকিছু মেনেই খেলা উচিত। হাত মেলানো তার অন্যতম। উল্টো সুর আজহারের

মাঠে ময়দানে

22 September, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

অভিষেকের দাপটে ফের পাক বধ

পাকিস্তান ১৭১-৫ (২০ ওভার)
ভারত ১৭৪-৪ (১৮.৫ ওভার)

দুবাই, ২১ সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। সুপার ফোরে ভারত দাপটেই ৬ উইকেটে জিতল। তবে সলমন আলি আঘারা লড়াই করলেন। ভারত জিতল সাত বল হাতে রেখে। ভারতের সামনে ১৭২ রানের লক্ষ্যও দিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু টি-২০তে এই ভারতীয় দলের ব্যাটিং গত এক বছরে যে দাপট দেখিয়েছে, সেটাই বজায় থাকল রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিলের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে সুপার ফোর পর্বের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ ফাইনালের পথে এগোল সূর্যকুমার যাদবের দল। তবে চিন্তায় থাকল ফিল্ডিং।

শাহিন আফ্রিদিকে প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু করেন অভিষেক। দুই ভারতীয় ওপেনার ঝড়ের গতিতে রান তোলেন। বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন অভিষেক। শুরুর পাওয়ার প্লে-তেই বিনা উইকেটে অভিষেক ও শুভমনের জুটি তুলে ফেলে ৬৯ রান। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাওয়ার-প্লে'তে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। বিতর্কের আবহে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ শুরু হয়। সেখানেও 'করমর্দন নীতি' বজায় রেখে পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদবরা। অভিষেকদের মারমুখী ব্যাটিংয়ের সময় টুকরো টুকরো কথার লড়াইও চলে। অবিচ্ছিন্ন ওপেনিং জুটিতে মাত্র ৯ ওভারে ১০০ রান তুলে নেয় ভারত। মাত্র ২৪ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন অভিষেক। যা ভারত-পাক টি-২০তে দ্বিতীয় দ্রুততম। মরুশহরের গরমে পায়ে ক্র্যাম্প ধরে শুভমনের। ক্লান্ত শুভমন ২৮ বলে ৪৭ রান করে আউট হন। ১০৫ রানে ভারতের প্রথম উইকেটের পতন। অধিনায়ক সূর্য এদিন ব্যর্থ। হ্যারিস রউফের বলে কোনও রান না করেই আউট হন। পরপর দুটো উইকেট হারালেও সেখান থেকে সহজ উইকেটে জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় ভারতের। এরপর ৩৪ বলে ৭৪ রান করে অভিষেক আউট হলেও ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দিয়ে যান তিনি। শেষ দিকে সঞ্জু স্যামসনের 'দুঃস্বপ্নের' ব্যাটিং ভারতের উপর চাপ বাড়ালেও তিলক ভার্মা (৩০ অপরাজিত) ও হার্দিক পান্ডিয়া (৭ অপরাজিত) বাকি কাজটা অনায়াসেই সেরে ভারতকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন।

বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে হাফ সেঞ্চুরির পর অভিষেক। সঙ্গী গিল। রবিবার দুবাইয়ে।

গ্রুপ পর্বে ভারতের একতরফা দাপটের মতো শুরু অবশ্য এদিন হয়নি। বরং ম্যাচ শুরুর আগে সাজঘরে মোটিভেশনাল স্পিকারের ক্লাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেমেছিলেন শাহিবজাদা ফারহানরা।

শিশিরের আশঙ্কা থাকায় টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। দুই পাক ওপেনার ফখর ও ফারহানের আগ্রাসী ব্যাটিং বুঝিয়ে দিচ্ছিল, করমর্দন বিতর্ক এবং গ্রুপ পর্বে হারের জবাবটা মাঠেই দিতে চাইছে পাক বাহিনী। ফারহানদের কাজটা সহজ করে দিচ্ছিল ভারতীয়দের খারাপ ফিল্ডিং।

প্রথম ওভারেই হার্দিক পান্ডিয়ার বলে ফারহানের সহজ ক্যাচ ফেলেন অভিষেক শর্মা। আরও একটি ক্যাচ ফেলেন তিনি। ক্যাচ ফসকান কুলদীপও। তার আগেই তৃতীয় ওভারে ফখরকে (৯ বলে ১৫) আউট করে ব্রেক থ্রু দিয়েছিলেন হার্দিক। অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আগ্রাসী ব্যাটিং চালিয়ে যান ফারহান। তাঁর সঙ্গ দিচ্ছিলেন সাইম আয়ুব। ১০ ওভারেই ৯২ রান তুলে ফেলে পাকিস্তান। এরপরই কুলদীপ, বরুণের ঘূর্ণি ও শিবম দুবের আঁটসাঁট বোলিংয়ে পাকিস্তানের রান তোলার গতি কমে যায়। উইকেটও পড়ে। সহজ ক্যাচ ফেলে কঠিন ক্যাচ ধরেন অভিষেক। হুসেন তালাতকে ফেরান কুলদীপ। এরপর বিপজ্জনক ফারহানকে (৪৫ বলে ৫৮) আউট করেন শিবম। তবে ডেথ ওভারে ভারতীয় বোলারদের পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন পাক ব্যাটাররা। শেষ ৯ বলের মধ্যে ৮ বল খেলেন ফহিম আশরাফ। তাতেই একটি চার ও জোড়া ছক্কায় দলের স্কোর পৌঁছে দেন ১৭১-এ। মহম্মদ নওয়াজ (২১), অধিনায়ক সলমন আঘা (১৭ অপরাজিত) অবদান রাখেন। শেষ ওভারে ফহিমের ক্যাচ ফেলেন শুভমন। এদিনের ফিল্ডিং চিন্তা বাড়াবে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এদিন হতাশ করেন বুমরা। ৪ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি। শিবমের ঝুলিতে ২ উইকেট।

পাক হ্যান্ডশেক ফের এড়িয়ে গেলেন সূর্য

দুবাই, ২১ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাক ম্যাচ। সেই ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্টের সামনে টস। তবে প্রত্যাশিতভাবেই টসের পর হ্যান্ডশেক হল না। হওয়ার কথাও ছিল না। ওমান ম্যাচের পর ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তানের নাম না করে বলেছিলেন, আমরা সুপার ফোরের জন্য তৈরি। রবিবার ছিল সেই সুপার ফোরেরই ম্যাচ। এবং যথারীতি পাক অধিনায়ককে এড়িয়ে গেলেন সূর্য। গ্রুপ লিগের ম্যাচের পর তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, আমরা পহেলগাঁও-কাণ্ডে নিহতদের পরিবারের পাশে আছি। এই জয় তাঁদের জন্য উৎসর্গ করছি। আর সবসময় চেষ্টা থাকবে সেনাদের মুখে হাসি ফোটানোর। হ্যান্ডশেক বিতর্কে পাকিস্তান অবশ্য জলঘোলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আইসিসির কাছে পাত্তা পায়নি। এমনকী জিম্বাবোয়ের সেই পাইক্রফ্টকেই ফের সুপার ফোরের ম্যাচে দায়িত্ব দিয়েছে। আইসিসির বক্তব্য পরিষ্কার, ম্যাচ রেফারি কে হবে সেটা কোনও দেশ ঠিক করতে পারে না। এরপরও শনিবার সাংবাদিক বৈঠক বয়কট করেছে পাকিস্তান। কেন এই বয়কট? পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি বলেছেন, খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেব। তবে দ্বিতীয়বার সূর্য পাক অধিনায়ককে অগ্রাহ্য করার পরও সেই উত্তর কিন্তু এখনও আসেনি।

যুবদের জয়

ব্রিসবেন : অনূর্ধ্ব ১৯ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ ৭ উইকেটে জিতল অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ৩০.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ২২৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। এই জয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু ও বেদান্ত ত্রিবেদী। অভিজ্ঞান ৮৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ৬১ রানে নট আউট থাকেন বেদান্ত। এছাড়া ২২ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন বৈভব সূর্যবংশী। অস্ট্রেলিয়াকে কম রানে আটকে রাখতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন হেনিল প্যাটেল। তিনি ৩ উইকেট দখল করেন।

প্রস্তুতি রোহিত-রাহুলের

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ ফাইনালের ঠিক চারদিন পর আমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে দল নির্বাচন কবে? বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, ভারতীয় দল নির্বাচন হবে বুধ কিংবা বৃহস্পতিবার।

তবে এখনও এটা পরিষ্কার হয়নি যে পুরনো নির্বাচক কমিটি নাকি নতুন নির্বাচক কমিটি টেস্ট দল গড়বে। তবে যে কমিটিই দল বাছতে বসুক না কেন সেই বৈঠক হবে ভার্চুয়ালি। সাইকিয়া মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২৩ বা ২৪ সেপ্টেম্বর টেস্ট দল ঘোষিত হবে। তবে এই বৈঠক এক টেবিলে বসে নয়, হবে ভার্চুয়ালি।

বোর্ডের সামনে এখন বড় কাজ হল এজিএম। এছাড়া বর্তমান নির্বাচক কমিটি থেকে দু'জনকে বাদ দিয়ে নতুনদের নিয়ে আসার ব্যাপার রয়েছে। এখন অবধি যা খবর তাতে প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার আরপি সিং ও বাঁহাতি স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝার নির্বাচক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২৫-২০২৭ সাইকেলে আমেদাবাদেই ভারত প্রথম টেস্ট খেলবে। গত মে মাসে রোহিত শর্মা টেস্ট নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর শুভমন গিল ইংল্যান্ডে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন। সেখানে টেস্ট সিরিজ ২-২ ড্র করে এসেছিল ভারত। দেশের মাঠে এই প্রথম শুভমন টেস্ট সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন।

ক্যারিবিয়ান দলের কোচ ড্যারেন স্যামি জানিয়েছেন, ভারতের মাটিতে তাঁরা গতিকেই প্রাধান্য দেবেন। কিন্তু ১৯৮৩-এর পর তাঁরা আর ভারতে কোনও সিরিজ জিততে পারেননি। কিছুদিন আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু

বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতি রোহিতের।

ভারতে স্যামি শামার জোসেফ, আলজারি জোসেফ ও জেইডেন সির্লসের উপর ভরসা রাখছেন। তাঁর কাছে নিউজিল্যান্ড সিরিজ এখন অতীত।

এদিকে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের নেটে প্রস্তুতি সেরেছেন রোহিত শর্মা ও কেএল রাহুল। বিসিসিআই রোহিতের ব্যাটিংয়ের ছবি পোস্ট করেছে। তারা জানিয়েছে বিভিন্ন কন্ডিশনে ব্যাটিং করেছেন রোহিত ও রাহুল। রোহিত অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজে খেলবেন। আর রাহুল আমেদাবাদে ২ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া টেস্টে অংশ নেবেন।

নতুন বিসিসিআই সভাপতি মানহাস

নির্বাচক হতে পারেন আরপি ও ওঝা

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর : রজার বিনির পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি হচ্ছেন মিঠুন মানহাস। ১৭৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেললেও, দেশের হয়ে কোনওদিন খেলার সুযোগ না পাওয়া দিল্লির এই প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিবার সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তিনিই যে পরবর্তী বোর্ড সভাপতি, সেই খবর সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা।

তাঁর বক্তব্য, পরের টার্মের জন্য নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার মিঠুন মানহাস সভাপতি হচ্ছেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিনির পর মানহাসের বোর্ড সভাপতি হওয়া নিঃসন্দেহে চমকে দেওয়ার মতোই ঘটনা। সৌরভকে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। বিনিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চুটিয়ে খেলেছে। সেখানে ৪৫ বছর বয়সী মানহাস কোনওদিন জাতীয় দলে খেলার সুযোগই পাননি। তাই তাঁর বোর্ড সভাপতি হওয়ার খবর অবাক করেছে অনেককেই। তবে মানহাসের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা একেবারে শূন্য নয়। তিনি এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট সংস্থার প্রশাসনিক পদে ছিলেন। এছাড়া বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভাতেও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এদিকে, নির্বাচক কমিটিতে পরিবর্তন হচ্ছে। আসতে চলেছেন আরপি সিং ও প্রজ্ঞান ওঝা।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হয়েছে
শীঘ্রই সংগ্রহ করুন